শ্রীধীরেন বল

প্রকাশক—
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সনস্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী ঃ আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ
১৩৬২
দাম দুই টাকা
মলাটের ছবি এঁকেছেন
শিল্পী—শ্রীসমর দে
অন্যান্য ছবি
লেখকের আঁকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বাবা,

ছোট বেলায় গল্প বলার দীক্ষা পেয়েছি

তোমার কাছেই,—

তাই, তোমাকেই

আমার লেখা এই গল্পটী শোনাতে

সাধ যায় সব আগে।

আজ তুমি যেখানে রয়েছ—

সেই শাশ্বত গল্পের দেশে

তোমার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করলাম

আমার এই প্রথম বই।

—ধীরেন

-মৌমাছির কথা—

শিল্পী ধীরেন বল—আমার অন্তরঙ্গদের একজন। শিশু-সাহিত্যের পাঠশালায় আমরা প্রায় একই সময় হাতে খড়ি সুরু করি।—আজ তাঁর প্রথম বই বেরুবে—সেই বইয়ের প্রথম পাতায় আমাকে লিখতে হবে এই তাঁর দাবী। একি কম আনন্দের কথা!

শিল্পী ধীরেন বলের আঁকা ছবি আর লেখার সঙ্গে এদেশের ছেলেমেয়েদের অনেককাল আগেই পরিচয় হয়েছে—তবে তাঁর বই এ পর্য্যন্ত বাজারে বেরোয়নি, তার কারণ তাঁর নিজের কুঁড়েমী ও আপনাকে জাহির করা স্বভাবের অভাব। হঠাৎ আজ সেই কুঁড়ে মানুষটির মাথায় যখন বই বার করার খেয়াল হলো তখন খুশি না হয়ে পারি কি? সবদেশেই, এমন কি আমাদের দেশেও, যাঁরা মৌলিক শিশু-সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা অল্প বিস্তর সবাই শিল্পী বা ছবি আঁকতে জানেন। বন্ধু ধীরেন বলের সে যোগ্যতা যে কতখানি আছে তা আমি জানি, সবাই জানেন। কিন্তু এই বইটির গল্পে—কথা দিয়ে আঁকা হাজার হাজার ছবির দেখাই পেলাম—সেই দিক থেকে এদেশের শিশু-সাহিত্যে এর অভিনবত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গল্পটা হতে পারে আজগুবি ভুতুড়ে—কিন্তু কল্পনার কি অপরূপ জৌলুষ! খুব ছোটদের কৌতূহলকে বাড়াবার এবং পরিতৃপ্ত করার একমাত্র উপাদানই হলো—কল্পনা-বহুল রকমারী ছবি। সেই ছবি যাঁরা কথা দিয়ে দিয়ে গেঁথেছেন দেশ-বিদেশে—তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন রূপকথা। লেখক এক বছর ধরে—পরিশ্রম করে এই রূপকথাকে রূপ দিয়েছেন কথা আর ছবিতে; আর আমার কথামতো বার বার খসড়া পাল্টে তাঁর গবেষণার অধ্যবসায় দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর এ পরিশ্রমকে যাচাই করতে আমি পারবোনা—কারণ আমি তাঁর বন্ধু। শুধু বলতে পারি—এটিকে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলে তারা এই বইটি শেষ না করে নাইতে খেতে যাবে না। বাস্তবের সঙ্গে অনেক জায়গায় যোগ থাকলেও এ গল্পটি—নির্য্যাতিত ও দুঃখী একটি ছোট মেয়ের জীবনের পটভূমিকায় লেখা। কাজেই এর একটা আবেদন আছে শিশুদের কাছে এবং তাদের ওপর যারা জুলুম চালায়, কষ্ট দেয়—তাঁদের কাছেও। বন্ধুর এই প্রথম সৃষ্টি সমালোচক ও আমার ছোট্ট বন্ধুদের বিচারের বস্তু। আমি দেখেছি শুধু তাঁর আদর্শের মধ্যে আছে সবলতা, আছে তাঁর শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির দরদী দৃষ্টিবোধ ও নিষ্ঠা, আর সেইজন্যই তাঁকে অভিনন্দিত করলাম খুশি হয়ে। ইতি

কলিকাতা
২৫শে বৈশাখ—১৩৫৩

"মৌমাছি"

—আমার কথা—

ছোটদের জন্যে লিখ্‌ছি আমি অনেকদিন ধরেই, কিন্তু বই বেরুলো প্রথম আমার এই। তার গোপন কারণটী বন্ধু মৌমাছি বেফাঁস করে' দিয়েছেন তাঁর কথায়। ওতে সত্যিই আমার আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই।

ছোটদের জন্যে লেখা আমার নেশা হ'লেও, পেশাটা আসলে ছবি আঁকা। নেশা জিনিষটা পেশার সঙ্গে এক না হ'লে পাল্লা দিয়ে টিঁকে থাক্‌বার যোগ্যতা তার থাকে অল্পই। এই সত্যটুকু আমার বুঝ্‌তে দেরী হয়েছিল বলেই ছোটদের জন্যে একটা ছেলেমানুষী গল্প লিখ্‌তে গিয়ে বন্ধু মৌমাছির কাছে কতো আলোচনা, কতো বিচার, কতো সমালোচনাই না শুন্‌তে হয়েছে! এমন জান্‌লে এই দুরূহ কাজে হাত দিতে সাহস আমার হতো কি? ওঃ! পড়োনি ত কখনো তোমরা মৌমাছির পাল্লায়! পড়্‌লে লেখক হওয়ার স্বপ্নটুকুও হয়তো অনেকেই ছেড়ে দিতে।

তবু কিন্তু আমি দমে' যাইনি,—নানা ঝড়ঝাপ্‌টা কাটিয়ে অবশেষে যা দাঁড় করাতে পেরেছি, তাই আজ তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি ভয়ে ভয়ে। যদি তোমরা ভালো বলো, ফের তোমাদের জন্যে নতুন চেষ্টায় হাত দেবো,—আর যদি বলো—যাচ্ছেতাই, তাহ'লে হয়ত সে চেষ্টা আমার এইখানেই শেষ।

সত্যিই জোর করে' শিশু-সাহিত্য লেখক হওয়া যায় না। ও হ'তে হ'লে জানা চাই ছোটদের মনের আসল পরিচয়টী, যা' আমরা অনেকেই তেমন আবশ্যক বলে' মনে করি না, আর সেখানেই করি মস্ত ভুল।

এই বইখানি লেখা ও প্রকাশে যে সব শিশুদরদী বন্ধুদের স্নেহস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি, আজ তাঁদের কথা স্মরণ না করে' পারি না।—বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমর দে কেন যে নিজের আগ্রহে এঁকে দিয়েছেন মলাটের ওই সুন্দর ছবিখানি—তোমরাই বল তো? এঁদের কি আমার ধন্যবাদ দেওয়া শোভা পায়? ইতি—

বগুড়া

ভাদ্র, ১৩৫৩

শ্রীধীরেন বল

তো ল পা ড

শিল্পী ধীরেন বলের লেখা

ছবি দিয়ে গল্প 'আনন্দ মেলার' পাতায়

তোমরা কাড়াকাড়ি ক'রে পড়েছ।

তাঁর লেখা

কাড়াকাড়িও তেমনি আগাগোড়া

ছবি দিয়ে গল্পে ভর্তি দুরঙে ছাপা

মাত্র দাম দু' টাকা।

ন' বছরের মিনি।

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটী, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে ছোট্ট মাথাটী ঠাসা। ডাগর ডাগর কালো চোখজোড়া ঘুরে ফিরে নেচে বেড়ায় এদিকে ওদিকে। তোমাদেরি মতো ছেলেমানুষ কিনা সে, তাই, তোমাদেরি মতো খেলা-হাসি আমোদ-খুসীতেই কাটাতে চায় সারাক্ষণ।

কিন্তু তার কি যো আছে একটুও ?...
তাই তো আফশোষের অন্ত নেই মিনির মনে।

হোক না সে তোমাদেরি মতো হাসি-খুসী চঞ্চল মেয়েটী, তবু, জবু-থবু বুড়িটী সেজে চুপচাপ ধীরস্থির থাক্‌বার হুকুম তার ওপর! অথচ তার বয়সী তোমরা সব কেমন ছুটোছুটি করে এবাড়ী ওবাড়ী খেলে বেড়াও। কতো না স্বাধীন তোমরা! ও বাড়ীর চিনু ত তার চেয়ে মাত্তর এক বছরের বড়ো, তার ত একদণ্ডও বাড়ীতে থাক্‌বার নাম নেই। খালি মিনির ওপরই এই জুলুম!

আহা! বেচারীর বাপ-মা নেই বলেই ত সে আজ মামা-বাড়ীতে মানুষ। তাই না মামীর কতো অন্যায় অত্যাচার দিনরাত সইতে হয় তাকে!

মার কথা মিনির মনেই পড়েনা, আঁতুড় ঘরেই মিনি তার মাকে হারিয়েছে। বাবার কথা অল্প অল্প মনে পড়ে মিনির!

মিনির মামী!

বাপরে! মামীর কথা ভাবতেই ভরসা পায়না মিনি—বেত হাতে মাষ্টার মশায়ের মতো সদা সর্বদা রয়েছেন যেন মারমুখো হয়েই। চেহারাটা যেমনি কালো আর মোটা, তেমনি ভাঁটার মতো বড় বড় লাল দুটো চোখ। ফাটা কাঁসির মতো খ্যান্‌খেনে গলায় তিনি যখন চেঁচিয়ে "মিনি" বলে' হাঁক ছাড়েন, বুকটা যেন মিনির কেঁপে ওঠে। ছুটে কোথাও পালাতে পার্‌লে বাঁচে মিনি।

এক এক বার মিনি ভাবে—আহা, যদি থাক্‌তো তার মা, তাহলে তখনই একবার ছুটে গিয়ে মার কোলে মুখ লুকোতে পার্‌লে আর কিসের ভয় মামীকে? কিন্তু মিনির যে মা নেই!

মামা চাকরী করেন সহরে, আসেন ত সেই শনিবার রাতে। চলে যান সোমবার ভোর না হ'তে। মামা বাড়ী এলে কী আনন্দ মিনির! সংসারে মিনির মামার মতো আপনার জন কেউ

নেই। তাই এই একটা দিন মিনির যে কী আনন্দে কেটে যায়, মিনি তা কাউকেই বোঝাতে পারে না।

তারপর সুরু হয় আবার তার দুঃখের পালা। মামীর সেই দাঁত খিচুনী, আর কড়া শাসন।

বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী আছে ঢের, কিন্তু তবু তাকে দিয়েই সংসারের অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। শুধু কি তাই। একটু ভুল বা ত্রুটী হয়েছে কি, অমনি মামী এসে কসে' গাল টেনে ধরে' এক চড়।

আগে আগে মামীর হাতের চড়-চাপড়টা খেয়ে সে নিরিবিলিতে বসে' বসে' কাঁদতো। কিন্তু এখন আর বড় কাঁদেনা সে এতে, এসব এখন তার হ'য়ে গেছে গা-সওয়া।

কান্না যদিও বা পায়, তাও কি কাঁদ্‌বার যো আছে? মামী দেখতে পেলে তার ওপরেই বসিয়ে দেন আরো ঘা দুচ্চার। বলেন—

"ওগো, মামার আদুরে ভাগ্নী! মামা ঘরে এলে ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদো তার কাছে।" তার পরেই গালে আর এক ঠোনা।

মামীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে একটু যে কাঁদ্‌বে, তারও যো নেই। তার মামাতো বোন রমা,—বাপ্‌রে কী বিষ-পিঁপড়ে! মিনির চোখে জল একটু দেখেছে, কি দৌড়ে গিয়ে অমনি মাকে লাগিয়েছে—"মা, দেখো এসে, মিনিদি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ্‌ছে।"

খুব বেশী দুঃখু হ'লে কাঁদে বৈ কি সে। কান্না আসে, চাপতে পারেনা, তাই কাঁদে। কিন্তু তা'বলে মামাকে লাগানোর কথা তার মনেও আসেনা। এসব কথা সে মামাকে বলেনা কখ্‌খনো, বল্‌তে

চায় না। তা ছাড়া দোষ যে সে করে, সে কথা ত মানেই সে। মামাই না কতোদিন তাকে আদর করে' বুকে টেনে নিয়ে বোঝান—"মিনি, লক্ষ্মী মা আমার, কবে তুই শান্ত হবি বল দিকিন্? তোর জন্যে আমিও ত শান্তি পাইনে এক দণ্ড!"

মামার মুখে এসব কথা শুন্‌লে মিনি সত্যি দুঃখু পায়! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—আর কখনো সে এমন কাজ কর্‌বে না, যাতে মামা মনে কষ্ট পান। কিন্তু কখন যে ফের সেই সব ভুলগুলোই করে বসে তা সে নিজেও পারে না বুঝতে।

মামী কথায় কথায় যখন তখন বলেন—"মিনির ঘাড়ে ভূত চেপেছে।" হবেও বা। কিন্তু মামীর কথাও যে মিনি সইতে পারে না মোটে। ভাবে—"আহা, সত্যিই যদি ভূত চাপে একবার আমার ঘাড়ে, তা হ'লে ভূতের জোরে দেখিয়ে দিই সবাইকে মজা!"

সত্যি বল্‌তে কি—ও পাড়ার মাধু-মাসী, আর ও বাড়ীর শান্তি ছাড়া আর কাউকে সে খুব আপনার ভাবতে পারেনা। শান্তির আর তার একই বয়স, দুজনে খুব মনের মিল। আর মাধু-মাসী বিধবা মানুষ। ছেলে-পিলে কেউ নেই, খুব স্নেহ-আত্তি করেন মিনিকে। মামীর পরেই এই মাধু-মাসীই হলো মিনির সব চেয়ে আপনার জন।

তাই বলে, ভেবোনা যে, আর সবাইকার সঙ্গেই মিনির ঝগড়া-ঝাঁটি বা মনের অমিল আছে। তা কিন্তু নয়। ভাব আছে সকলের সঙ্গেই। খালি এই আপনার বাড়ীর দু'চার জনের সঙ্গেই একটুও নেই তার মনের মিল।

শোভার সঙ্গে যদি গীতু সেদিন অতটা বাড়াবাড়ি করে' আড়া-আড়ি না করতো, তা হ'লে গীতুর সঙ্গেই কি সে আড়ি চালাতো এতো দিন ধরে'? তা ছাড়া, সে-আড়ি ত সুরু হয় গীতুর দিক থেকেই প্রথমে।

মিনির কিছুই ছিল না দোষ, গীতুটাই আসলে খুব মেজাজী আর জেদী মেয়ে। তারপর বেশ একটু হিংসুটেও।

ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেছো কি, রেগে টং গীতু। স্কুলের অনেকেই তাই ভয় করে' চলে ওকে।

ক্লাশের সেরা মেয়ে শোভা, সব পরীক্ষায় প্রথম হয়। তারি সঙ্গে ভাব নেই গীতুর, দুজনের কথাবার্তা বন্ধ কতোদিন ধরে'।

মিনি জান্‌তো তাদের এই আড়ির কথা। তবু সেলাইয়ের ক্লাশে একটা ভালো প্যাটার্ণ তুলে দিতে গীতু যখন ধর্‌লো মিনিকে, মিনি সেই প্যাটার্ণটা উঠিয়ে নিয়েছিল শোভার কাছে থেকেই। শুধু উঠিয়েই নয়, তার নিজের কাছ থেকে রঙীন সূতো দিয়ে অনেকটা কাজ এগিয়েও দিয়েছিল শোভা।

সত্যি, প্যাটার্ণটা একেবারে নতুন, ওপরের ক্লাশের রেখাদি'র কাছে শোভা ওটা শিখেছিল। প্যাটার্ণটা দেখে গীতু প্রথমটায় ভারী খুসী। সেটা সবাইকে দেখিয়ে অবাক করে' দেবে, এই মতলব ছিল তার মনে। কিন্তু যখন জান্‌তে পেলে—ওটা বুনে দিয়েছে শোভা, যার সঙ্গে তার কতোদিনের আড়ি, তখন আর সামলাতে পারেনি গীতু। যাচ্ছেতাই বকুনি ত দিলেই মিনিকে, তারপর শোভার সামনেই তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফড়্‌-ফড়্‌ করে' খুলে ফেল্‌লে সবটা বুনন। দু'দিন ধরে' বুনেছিল শোভা ওটা।

সেই থেকে মিনির আর গীতুর মধ্যে কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। অমন হিংসুটে আর বদরাগী মেয়ের সঙ্গে মিনিও কোনো ভাব রাখতে চায় না। এই ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই মিনি একেবারে মনমরা হয়ে আছে।

তা ছাড়া পুকুরে সাঁতার কাটা, ঝাঁপাইছোড়া, গাছে চড়ে কাঁচা-কেষ্ঠ পেয়ারা খাওয়া, ক্ষেন্তি বুড়িকে নাকাল করা—এসব ত ছেড়ে দিয়েছে সে কোন্ কালে। দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি—তাও সে আজ কাল খুব কম করে।

তবে শান্তিদের বাড়ী এক এক বার না গেলে—তার মন ফস্ ফস্ করে। মাধু-মাসীর বাড়ী, তাও তার যাওয়া চাই একদিন বাদ দিয়ে একদিন।

গেলেই মাধু-মাসী দেন ওকে কতো কি খাবার খেতে, কতো খেলনা-পুতুল! তার অনেকগুলো ত এনে মিনি দিয়ে দিয়েছে রমা-লিলি-খোকনকেই। তবু কেন যে মামী এসব সইতে পারেন না তা সে ভেবেই পায় না। আচ্ছা, আপনারই ত মাসী সেখানে কিছু খেলে কি এতো দোষ? মামাই ত বলেছেন, তাতে কোনো দোষ নেই।

বাড়ীতে কতো কি খাবার হচ্ছে, তাকে কি হাত বাড়িয়ে কেউ কিছু দেয়? রমা-লিলি-খোকন এরা তো যখন তখন এটা ওটা খাচ্ছে। তাকে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ছাড়া আর দেওয়া হয় গালমন্দ।

ফি শনিবারে মামা আনেন, কোলকাতা থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ, জিবেগজা ঠোঙ্গা ভর্তি করে'; সেগুলো ত সব ওরাই খায়। মামা দাঁড়িয়ে থেকে যে-দিন ওর হাতে দেওয়ান, সেই দিনই ও ভাগ পায়, নইলে চাটতে হয় শাল-পাতার ঠোঙ্গাটা।

এর আগের শনি-বারের আগের শনিবারে সেই জন্যেই ত সে নিজের

হাতে লুকিয়ে তুলে নিয়েছিল দুটো সন্দেশ, খাটের তলায় নতুন হাঁড়িটা থেকে। দুটো সন্দেশই সে একা খেতোনা, মতলব ছিল চাকর রামধনকেও একটা দেবে। মিনি ভাবে কিনা, চাকর বলেই কি ভাল মন্দ কিছু খেতে রামধনের সাধ যায় না।

রমাটা কি করে' যেন দেখে ফেলেছিল হঠাৎ এই ব্যাপারটা, হয়ত রমারও মতলব ছিল সন্দেশ চুরি করা। তা' না হ'লে সেই বা অন্ধকার ঘরে অমন চোরের মতন চুপি চুপি ঢুক্‌লো কেন? কতোদিন মিনি দেখেছে মামীকে লুকিয়ে রমা এটা সেটা খাচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে চিনি আর সোনামুগের ডাল, দুধের কড়া থেকে সর, রমা কতদিন খেয়েছে। কই, সেসব কথা ত মিনি কোনদিন মামীকে গিয়ে বলে দেয়নি। কিন্তু সেদিন রমা মিনিকে খাটের তলায় দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডেকে আনলো মামীকে। মামী এসে—"চোর" বলে' ধরে' নিয়ে গেলেন মামার কাছে।

আচ্ছা, নিজেদের বাড়ীতে না বলে কিছু নিলে কি তাকে চোর বলে? সত্যিই ত, মামী যদি হাতে করে' নিজেই ওকে দু'টো সন্দেশ তুলে দিতেন, তবে কি ও না বলে' অমন ক'রে নিতে যেতো কখনো? অতো হ্যাংলা মেয়ে নয় মিনি!

চৌধুরী বাড়ী হবে আজ যাদুর খেলা। কোথা থেকে এসেছে এক বুড়ো যাদুকর—সঙ্গে কতকগুলো কুকুর, আর পিঠে একরাশ হিজিবিজি জিনিষে বোঝাই প্রকাণ্ড এক থলে। গঞ্জের ওই আটচালাটায় আস্তানা নিয়েছে সে।

এপাড়ার ছেলেমেয়েরা সবাই তাকে দেখতে গিয়েছিল

আজ সকালে। এবাড়ী থেকে রমা-লিলিও গিয়েছিল, শুধু যেতে পায়নি মিনি। তাকে তখন এক গাদা বাসন মাজতে দেওয়া হয়েছিল। অথচ খানিক বাদে পেঁচীর মা-ই আসবে বাসন মাজতে। তা ছাড়া রামধনকে বল্‌লেই হয়, সে-ও ত মাঝে মাঝে বাসন মাজে। মিনিকে না খাটিয়ে নিলে ওদের আনন্দ হয় না! যাক্— তার দুঃখু ভগবান বুঝবেন ত!

দুপুরের পর রমা-লিলি-খোকনকে নতুন নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দেওয়া হলো,—মামী তাদের নিয়ে যাবেন যাদুর খেলা দেখতে।

রমা পরেছে সেই চাঁপা রঙের হাঁটু অবধি তোলা হাওয়াই ফ্রকটা, বুকে চক্‌চকে একটা গোলাপফুল বসানো। পূজোয় মামী ওটা নিজের টাকা দিয়ে সহর থেকে আনিয়ে দিয়েছেন রমাকে। এর আগে আরো দু'দিন পরেছিল রমা ওই ফ্রকটা। কিন্তু মিনি ওটা দেখে বলেছিল—"মামী শেষে কিনলে বিলিতি জিনিষ?" মামী দিয়েছিল এক ধমক—"চুপ কর হিংসুটী।" সত্যি কিন্তু হিংসে নয়। মিনি বিলিতি জিনিসকে ভারী ঘেন্না করে।

লিলি পরেছে একটা গোলাপী ফ্রক, পাতলা দেশী মুর্শিদাবাদী সিল্কের। ভারী সুন্দর দেখ্‌তে! ও ফ্রকটা ছিল আগে রমারই। ছোট হয়েছে বলে' লিলিকে দিয়েছে ও। মিনির ওই রকম দেশী সিল্কের ফ্রক ভারী পছন্দ! মামা বলেছেন, মিনিকেও ওই রকম একটা দেবেন কিনে এবার।

খোকন লাল কোট পরতে খুব ভালবাসে কিনা, তাই খোকনকে সেই লাল কোটটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামাবাড়ী থেকে পেয়েছিল খোকন ওটা। মিনির কিন্তু ওই লালকোটটা মোটেই পছন্দ নয়, দেখ্‌লে হাসি পায়।

ওবাড়ীর শান্তির সঙ্গে মিনিরও কথা হয়েছে যাদুর খেলা দেখ্‌তে যাবে। গাঁয়ের প্রায় সবাই যাবে খেলা দেখ্‌তে, এ খেলা ত আর রোজ রোজ পাওয়া যায় না দেখ্‌তে। কিন্তু ওমা! সে কথা মিনি মুখ ফুটে যেমনি বলেছে, মামী তার তেলে বেগুনে জ্বলে মারমুখো হয়ে তেড়ে এলেন।

সত্যি, এতটা ভাবেনি মিনি। সকালে গঞ্জে গিয়ে যাদুকরকে দেখে আস্‌তে পারেনি, তাতে তার তত দুঃখু হয়নি। কিন্তু যাদুর খেলা দেখ্‌তে যখন সবাই যাবে, তখন তাকে যেতে দেওয়া হবে না জেনেই দুঃখটা হলো মিনির খুবই বেশী!

মিনি গেল ক্ষেপে। সোজাসুজি মামীকে জিগ্যেস করে' বসলো—"কেন পাব না আমি খেলা দেখতে যেতে?"

মুখ ভেংচে বলেন মামী—"বাড়ীতে থাকছে না কেউ, তোমায় দিতে হবে বাড়ী পাহারা! দুধ-ওয়ালা আস্‌বে দুধ দিতে, কে নেবে সে দুধ?"

"কেন, রামধনই ত বাড়ীতে থাকৃতে পারে, আমি না, থাকৃলেই নয়?"—জবাবটা কড়া ভাবেই দেয় মিনি।"

আরও চড়িয়ে জবাব দেন মামী—দেখ্‌তে পাচ্ছ না, খোকনকে কোলে করে' পৌঁছে দিয়ে আসবে রামধন। আবার নিয়েও আস্‌বে। তবে কি আমি ওকে কোলে করে' নিয়ে যাব সেখানে? ন্যাকা মেয়ে!"

মিনিও রেগে বলে—"আমি একলা থাকতে পারৃব না এ বাড়ীতে। বেশ, রমাও তবে থাকুক আমার সঙ্গে। রমা যদি যায় যাদুর খেলা দেখতে, আমিও যাব।"

মামী কড়া গলায় বলেন—"না, রমার সঙ্গে হয় না তোমার তুলনা। ও তোমার চেয়ে এক বছরের ছোট। ও যা করৃবে, তোমার তা শোভা পায় না।"

মিনি এবার গম্ভীর গলায় বলে—"বেশ, তবে আমরা দুজনেই যাই, তুমিই বরং থাকো বাড়ীতে। তুমি ত আমাদের চেয়ে ঢের বড়।"

এ ধরণের তর্ক মিনির কাছে আশা করেন নি মামী। সাত চড়ে এতদিন যার মুখে রা ফোটেনি, তার মুখে আজ এই তর্ক অসহ্য ঠেকে মামীর।

মিনির এই বেয়াদপি আর তার এই একগুঁয়ে তর্ক করার জন্যে তাকে যে কী মার! আপনার ছেলে মেয়েকে কেউ অত মারে না! কীল চড় ত হলোই, তারপর মামার সেই বাঁকানো লাঠিটা দিয়ে—উঃ!

যাক্, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ালো অনেক দূর। রাস্তার ধারের অন্ধকার ঘরটায় তাকে বন্ধ করে রেখে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে সবাই চলে' গেল—সেই যাদুর খেলা দেখ্‌তে। জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখলে মিনি—মামী, রমা, লিলি আর রামধনের কোলে চড়ে' খোকনটা পর্যন্ত গেল।

মিনির পিঠটা তখনো টন্‌টন্ করছে। মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে সে একটু ঘুমোবার জোগাড় করবে—এমন সময় খুব দূর থেকে টুং-টুং—টুং-টুং-টুং শব্দ ভেসে এলো কানে!

মিনি শব্দ শুনে ভাবে, যাক্ এতক্ষণে তা হ'লে যাদুর খেলা সুরু হয়ে গেছে চৌধুরী বাড়ীতে। না জানি বুড়ো যাদুকর দেখাচ্ছে কতো কি আশ্চর্য আশ্চর্য খেলাই! সন্ধ্যে বেলা ঘরে ফিরে রমা লিলি বাড়িয়ে কাঁপিয়ে তাকে সে সব শোনাতে চাইবে।

নাঃ, তখন সে কিছুতেই শুনবে না তাদের গল্প। বাড়ীতেই থাক্‌বে না সে তখন। কিন্তু যাবে কোথায়? কি করে'ই বা যাবে? তাকে যে ঘরে বন্দী করে' রাখা হয়েছে। আহা, যদি সে পাখী হ'তে পারতো! তাহ'লে হাল্কা ডানা মেলে এই জানলা গলে' উড়ে' যেতো ওই নীল আকাশে। আকাশের বুকের ওই

পাখীদের মতো সে চলে যেতো দেশ-দেশান্তরে! আর কখ্‌খনো ফিরতো না সে বাড়ী!

কিন্তু মামার জন্যে মন কেমন করবে যখন! তা' কি শনিবারে একবার করে' এসে মামার সঙ্গে দেখা করে' যাবে।

টুং-টুং—টুং-টুং-টুং!

নাঃ, আওয়াজটা আরো যেন এগিয়ে আস্‌ছে। মিনি আর শুয়ে থাক্‌তে পারে না, ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় জান্‌লার ধারে।

যাদুবুড়োই কি? মিনি দেখে—ঠিকই ত, যাদুবুড়োই! মাথায় ইয়াবড় রঙীন কাপড়ের পাগড়ী, একরাশ শণের মতো সাদা দাড়ি ঝুলে পড়েছে পেট পর্যন্ত। পিঠে রকমারী রঙের তালি মারা একটা প্রকাণ্ড থলে, আর সঙ্গে তিন-চারটে বড়বড় কালো কালো কুকুর। লম্বা লম্বা জিভ বার করে' তারা হাঁফাচ্ছে, আর তাদেরি গলার ঘণ্টা বাজ্‌ছে—টুং-টুং—টুং-টুং-টুং!

মিনির ইচ্ছে হলো বুড়োকে চেঁচিয়ে ডাকে একবার। আবার ভাবে,—না! কাজ নেই! সে ত আর তাকে চেনে না।

কিন্তু আশ্চর্য! বুড়ো নিজেই এগিয়ে এসে দাঁড়ালো মিনির জান্‌লার ধারে চুপটী করে। কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে মিনির। জান্‌লা ছেড়ে দু'পা পেছিয়ে আসে মিনি।

বুড়ো কিন্তু বেশ মিষ্টি সুরে ডাক্‌লে মিনিকে—"মিনি, মিনি! ও মিনি!"

দাড়ি নেড়ে বল্‌লে—"তোমাকে ওরা যাদুর খেলা দেখ্‌তে নিয়ে গেল না বুঝি? মামী তোমায় মেরেছেন? বড্ড লেগেছে? আহা!"

ঠোঁট ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে মিনির। এসব কথা সে এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল। মিনি আর চাপ্‌তে পারে না, মুক্তোর মতো বড় বড় দু'ফোঁটা চোখের জল বুড়োর সামনেই তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লো মিনি!

চোখের জল মুছে মিনি বলে—"হুঁ!—যাদুর খেলা আমি খুব ভালবাসি!"

আদর-মাখা সুরে বুড়ো বলে—"ভালবাসতেই হবে! তোমার বয়সী ছেলে মেয়েরা সবাই যাদুর খেলা দেখ্‌তে খুব ভালবাসে। যাবে মিনি আমার সঙ্গে—যাদুর খেলা দেখ্‌তে?"

মিনি একটু ইতস্ততঃ করে। বলে—"কিন্তু মামী যে,—"

বুড়ো বলে—"তার জন্যে ভাব্‌ছো কেন? তিনি কি আর দেখতে পাবেন তোমায়?"

একটু ভরসা হয় মিনির। বলে—"যাবো, কিন্তু ওরা যে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে' গেছে—"

বুড়ো বলে—"তাতে আর হয়েছে কি? ঐ দেখো, জান্‌লার গরাদ দুটো কেমন আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে! ওই ফাঁক গলে চট্ ক'রে বেরিয়ে এস তুমি, পারবে না?"

মিনি অবাক! সত্যিই ত, লোহার অমন মোটা মোটা গরাদ দুটো যেন বুড়োর হুকুমে ভালমানুষের মত দুদিকে নুয়ে অনেকখানি ফাঁক হ'য়ে গেল!

আর ভাব্‌বার অবসর নেই! মহা আনন্দে সেই ফাঁকটা গলে, বাইরে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মিনি। আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নেয় যাদুবুড়ো।

"আমি কে—জানো মিনি?" বুড়ো শুধোয় মিনিকে।

মিনি মাথা নাড়ে। বলে—"হুঁ! তুমিই ত সেই যাদুকর, না?"

বুড়ো বলে—"জান্‌লে কি করে' ?"

মিনি বলে—"নইলে, অমন মোটা মোটা লোহার গরাদে—একটু ছুঁলে না, হাত দিলে না, কিছু না, কিন্তু কেমন বেঁকে গেল ! ঠিক যেন ছুটো সরু কঞ্চি ! আবার ওই দেখ না—ও ছুটো ঠিক আগেকার মতোই সোজা হ'য়ে গেছে।...আর তা ছাড়া, তুমি ত আগে কখনো দেখনি আমায়,—আমার নাম যে মিনি, তাই বা তুমি জান্‌লে কি করে' ? কি করে'ই বা জান্‌লে আমার ওই সব কথা ?"

বুড়ো হেসে বলে—"ঠিক ধরেছ ! ভারী চালাক মেয়েতো তুমি, অথচ খামোকা ওরা তোমাকে এত কষ্ট দেয় !"

কতোনা আদর করে' বুড়ো হাত বুলোতে থাকে মিনির মাথায়। বুড়ো মিনিকে আদর করছে দেখে—কালো কালো সেই ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোও যেন নেহাৎ ভালমানুষের মত এগিয়ে আসে মিনির গা চাট্‌তে। ভয় পেয়ে বুড়োকে জাপ্‌টে ধরে মিনি। বুড়ো একটু ইসারা কর্‌তেই ওরা আর এগোয় না।

বুড়ো বলে—"ভয় করোনা মিনি, ওরা তোমায় কিচ্ছু বল্‌বে না, ওরাও তোমায় আদর জানাচ্ছে।"

মিনি অবাক ! অমন যে ভয়ঙ্কর কুকুর—তারাও আদর করতে জানে ! আর মামী ! যাক, সে ছুঃখ সামলে নিয়ে মিনি বলে—"বুড়ো দাছু, তুমি আমায় তোমার ওই ঝুলিতে পুরে নিয়ে চলো সেখানে, নইলে, মামী যে দেখ্‌তে পাবে।"

বুড়ো বলে—"তার ব্যবস্থাই কর্‌বো মিনি ! ওরা তোমায় একটুও দেখ্‌তে পাবে না, অথচ তুমি ওদের চোখের সামনে ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে বেড়াবে, আর যা খুসী তাই কর্‌তে পার্‌বে। বুঝলে ?"

বুড়ো ঝুলি খুলে' ছোট্ট একটা শেকড় বার করে' সুতো দিয়ে বেঁধে দেয় সেটা মিনির চুলের ছোট্ট বিনুনীর ডগাতে।

তারপর বলে—"এইবার তুমি একেবারে হাওয়া হয়ে গিয়েছ মিনি ! আমি ছাড়া কেউ আর তোমাকে দেখ্‌তে পাবে

না এবার তুমি এখন 'হাওয়াই মিনি'। আগাগোড়া হাওয়া দিয়ে গড়া

ডাগর চোখ দুটো আরো বড় করে' অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মিনি।

বুড়ো ঝুলি থেকে ছোট্ট একটা আয়না বার করে' মিনির সামনে ধরে। মিনি দেখে—ওমা তাইতো! আয়নাতে ত তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না মোটেই!

আয়নাটা নিজের হাতে নিয়ে বেশ ভাল করে' পুঁছে—মিনি আবার তার মুখের সামনে ধরে। কিন্তু কোথায় তার চেহারা? ওই তো পেছনে দাঁড়িয়ে যাদুবুড়ো মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে—আয়নাতে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট! শুধু তাকেই ত দেখা যায় না! তবে ত সত্যিই হাওয়া হ'য়ে গেছে মিনি। বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' বুড়োর দিকে চেয়ে থাকে মিনি। খুশি হয় যতো—ভয় তার চেয়ে বেশী।

মিনির মনের কথা বুঝতে পেরে একটু মুচ্‌কি হাসে বুড়ো। তারপর বলে—"ভয় কিসের? চলো এখন। চল্‌তে চল্‌তে তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি সব, কিন্তু আর ত দেরী করা চলবে না দিদি। চৌধুরী বাড়ীতে ঢের লোকজন জমে গেছে এতক্ষণ। এখুনি আমায় সেখানে গিয়ে খেলা সুরু কর্‌তে হবে।"

চৌধুরীদের বাড়ী।

লোকে লোকারণ্য!

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষে চণ্ডীমণ্ডপের আটচালাটা গম্‌গম্‌ কর্‌ছে। অথচ এত আনন্দ, এমন তামাসা থেকে আজ তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। মনের চাপা অভিমানে বুকটা গুম্‌রে কেঁদে ওঠে মিনির! চোখ ভরে' তার জল আসে—জোর করে' সে তা সামলে নেয়।

আর একটু এগোতেই মিনি দেখে—রমা নতুন জামাটা পরে' খাবারওলার কাছ থেকে জিবে গজা কিনছে। সঙ্গে ছোট বোন লিলি।

মিনি আর এগোতে ভয় পায়। তাকে দেখ্‌তে পেলে রমা এখ্‌খুনি মাকে গিয়ে লাগাবে। তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে ? যাদুর খেলা দেখা একদম্‌ ঘুচে যাবে তার।

হেসে ওঠে যাদুবুড়ো মিনির ভাবসাব দেখে! বুঝিয়ে বলে—"মিনি, মিছে ভয় পাচ্ছ তুমি! ভুলে গেলে নাকি যে, তুমি এখন হাওয়া ? এখন ত আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না তোমাকে। যাওনা এগিয়ে ওদের কাছে। প্রাণ তোমার যা চায় করো। কেউ বাধা দেবে না, কেউ বক্‌বে না। আমিও বল্‌ব না আজ তোমায় কিছু। সখ মিটিয়ে দুষ্টুমি করবার দিন আজ তোমার। যাও এগিয়ে।"

মিনি দেখে সত্যিই ত! রমাটার কতো কাছে এসে পড়েছে সে, তবু তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছে না রমা। এমন না হ'লে কি আর রক্ষে থাক্‌তো ? ছুটে গিয়ে কখন্‌ মার কাছে লাগাতো সাত-পাঁচ কতো কি!

ওঃ! আজ মিনির অবাধ স্বাধীনতা! প্রাণ আজ যা চায়, তাই কর্‌বে সে। যাদুকর দিয়েছে দুষ্টুমি করবার হুকুম—আর তাকে পায় কে! মিনি মনে মনে মতলব আঁটে—রমাকে নিয়ে একটু মজাই করা যাক্‌!

রমা দুটো গজা কিনে একটা লিলির হাতে দিয়েছে—আর একটা নিয়েছে সে নিজে। ছুটে গিয়ে খপ্‌ করে' মিনি কেড়ে নেয় গজাটা ওর হাত থেকে। প্রথমটায় আঁৎকে ওঠে রমা, তারপর দুহাত বাড়িয়ে ধরতে যায় গজাটাকে। গজাটা তখন রমার নাকের

কাছ দিয়ে হাওয়ায় ভেসে চলেছে একটু পরে আর সেটা নেই, ততক্ষণে তা' মিনির মুখের ভেতর।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' এদিক ওদিক খানিকক্ষণ চেয়ে শুধু হাত চাট্‌তে চাট্‌তে মার কাছে ফের পয়সা চাইতে গেল রমা।

লিলি ততক্ষণে তার গজাটা আদ্দেক খেয়ে ফেলেছে। আর একটু মজা করবার জন্যে মিনি বাকিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পুরে দিলে নিজের মুখে। লিলি কেঁদে উঠলো। রমা ফিরে এলে লিলি বললে—"দিদি, আমার গজা—"

রমা বলে—"তোরটাও কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?"

লিলি বলে—"না, হাওয়ায় খেয়ে ফেল্‌লে মুচমুচ্ মুচমুচ্ করে'।"

রমা বলে—"যাও তবে আবার মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে আনো গে।" কিছুতেই বিশ্বেস করেন না মা, বলেন—"গজা কখনো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়?—মিছে কথা।"

লিলি মার কাছে তাড়াতাড়ি জিবে গজার বদলে জিভ চাটতে চাটতে ফিরে আসে।

রমা আর একটা গজা কিন্‌বে বলে' গজাওলাকে যেই পয়সা দিতে গিয়েছে, মিনি টুক্ করে' হাত থেকে পয়সাটা নিয়েই ছুট্। মিছিমিছি রমা খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজলে পয়সাটা।

চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনটায় ঢুকে' মিনির যা আনন্দ! আজ্‌কের এই মজা ভোগ করা হতো কি তার, যদি সেই আঁধার ঘরটায় বন্দী থাকৃতে হতো? ভাগ্যিস্ যাদু বুড়ো তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছে, নইলে তার কি আসা ঘট্‌তো?

মিনি দেখে তার বন্ধু শান্তি চিনুর সঙ্গে কি কথা কইছে। এগিয়ে যায় মিনি তাদের কাছে।

শান্তি বলে—“সত্যি, মিনির মামীটা যেন ইয়ে! আমি একটুও দেখ্‌তে পারিনে ঐ মানুষটাকে। বাপরে কী নিষ্ঠুর! আজ্‌কের দিনেও মিনিকে আস্‌তে দিলে না এখেনে। নিজে কিন্তু এসেছেন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বেচারী মিনি, আমি হ’লে কখনো এত অত্যাচার সইতাম না। ওঃ, ভারী আমার মামী!”

চিনু বলে—“সব মামীরা অমন হয় না ভাই। দেওয়ানগঞ্জের আমার ন’ মামী—ওঃ, কী যে আমায় ভালবাসেন! আমার মা’র চেয়েও বেশী। আস্‌ছে পূজোয় আমি দেওয়ানগঞ্জে যাব এবার,—ন’ মামী লিখেছেন।”

শান্তি বলে—“আমার মামীরাও ত আমায় কতো ভালবাসেন! মামাবাড়ী গেলে এক এক মামীরই কত যত্ন আদর! কেউ দেন পায়েস-পিঠে—কেউ এনে দেন মণ্ডা-মেঠাই। আমার কোনো মামী যদি আমার সঙ্গে অম্‌নি কর্‌তেন, তবে আমি কি করতাম জানিস্‌?”

চিনু সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—“আমি অমন মামীর পায়ে একটা জোরে রামচিম্‌টী কেটে দিতুম ভোঁ দৌড়।”

শান্তি আর চিনুর সঙ্গেও একটু মজা কর্‌বার ইচ্ছে হয় মিনির। শান্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—“শান্তি, আমি এসেছি রে!”

আনন্দে লাফিয়ে ওঠে শান্তি। বলে—“এসেছিস, মিনি এসেছিস? ছেড়ে দিলে তোকে?”

পেছন চেয়ে শান্তি দেখে কোথায় মিনি? কেউ ত নেই! ভাবে—সে তবে ভুল করেছে। বোকার মত ফের বসে’ পড়ে শান্তি।

চিনু শুধোয়—“হঠাৎ অমন করে’ উঠ্‌লি যে বড়? মিনিকে দেখ্‌লি কোথায়? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছিস্‌ বুঝি? সে এখেনে আস্‌বে কি করে’?”

পেছন থেকে চিনুর বিনুনীতে একটা টান মেরে' মিনি বলে —"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই ত এসেছি আমি।"

"উঃ!" বলে' কীল উঁচিয়ে চিনু পেছনে চাইলো। কিন্তু মিনি ত নেই, গৌরীটাই বুঝি দুষ্টুমী করে' টান দিয়েছে ওর বিনুনীতে। কীলটা তাই ছোট্ট করে' গৌরীর পিঠে বসিয়ে দিয়ে চিনু বলে—"বিনুনী টেনে ঠাট্টা হচ্ছে, না?"

গৌরী বলে—"না ভাই, আমি কেন বিনুনী টানবো তোর? হয়ত বা গীতু। ওই দেখ্, ও কেমন ঠোঁট টিপে টিপে হাস্ছে।"

গীতুও একটু ঝাঁঝালো মেয়ে, তার ওপর মিনির নামে সে চটা। স্কুলের সেই ঘটনাটা নিয়ে মিনির সঙ্গে ওর মন কষাকষি চল্ছে কিনা ক'দিন ধরে'। তাই, কথাটা শুনেই সে ভুরু কুঁচ্কে মুখখানা গম্ভীর করলে। ব্যাপারটাও তাই আর বেশীদূর গড়ালো না।

মিনি সেখান থেকে ছুটে গেল—যেখানে তার মামী আর পাড়ার অনেক গিন্নী বান্নী ঝি বৌয়েরা এসে বসেছে, সেইখানে।

দুঃখু করে' মাধুমাসী জিগ্যেস্ করলেন মিনির মামীকে,— "সবাই এলো খেলা দেখ্তে, আহা মিনিটাই শুধু এলো না গা? ওকে তুমি কেন সঙ্গে নিয়ে এলে না?"

মামী নিজের দোষ ঢাক্বার জন্যে বলেন—"কর্বো কি বলো? হতভাগা মেয়েটা আজ দুপুর থেকেই বাড়ীতে নেই। রামধনকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম, সারাটা পাড়া সে তন্ন তন্ন করে' এলো, নাঃ সে কোথাও নেই।"

মিনির ইচ্ছে হচ্ছিল চেঁচিয়ে বলে—'মামীর কথা সব মিথ্যে—ডাহা মিথ্যে!' যাই হোক খুব সে কিন্তু সাম্লে নিলে নিজেকে।

পাশেই বসে ছিল ক্ষেন্তিবুড়ি। ঠোঁট বেঁকিয়ে দাঁতে মিশি রগড়ে বলে—"না এসেছে ভালই হয়েছে। যে দস্যি মেয়ে। বাপ!

ও এলে কি আর দু'দণ্ড থির থাকবার যো ছিল? বাব্বা! মেয়ে ত নয়—বেহ্মদত্যি!"

মাধুমাসী বুড়ির পাশেই ছিল বসে—এসব কথা শুনে ভারী রাগ হলো তাঁর। রেগে বলেন—"মিনি না আসাতে তোমারই খারাপ হয়েছে খুড়ি! হয়ত বাড়ী ফিরে দেখ্‌বে তোমার মোরব্বার হাঁড়ি ফাঁক!"

দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়ে বুড়ির। কিন্তু কিছু না বলে' নেয় মুখ ঘুরিয়ে।

এই ক্ষেন্তিবুড়িকে মিনি মোটেই পারে না দেখ্‌তে। বুড়ির আচার-মোরব্বা চুরি যায়, এ ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু মিনি তো রোজ চুরি করে না। তবুও মিথ্যে করে' লাগিয়ে বুড়ি চিরদিন মার খাইয়েছে মিনিকে তার মামীর কাছে। যদিও মিনি জান্‌তে পায় সে-সব চোরের খবর, কিন্তু তাদের সে ধরিয়ে দেয় না, তাই দোষটা গড়ায় মিছিমিছি মিনির ওপর।

তবে হ্যাঁ, একদিন মিনি নিজেহাতে বুড়ির কিছু আচার চুরি করেছিল বটে। তবে সে-ও সে নিজে খাবে বলে' নয়। ও পাড়ার বাগ্দীদের ছোট মেয়ে পুঁটি অনেকদিন ধরে' ভুগছিল ম্যালেরিয়ায়। অরুচিতে বেচারা কিচ্ছু খেতে পারে না। গলা দিয়ে জল পথ্যি কিচ্ছু পেরোয় না, যা মুখে দেয় তাই হয়ে যায় বমি। তাই পুঁটির মা এসেছিল বুড়ির কাছে একটু আচার চাইতে। আশ্চর্য! হিংসুটে বুড়ি বেমালুম বলে দিলে কিনা—"আচার আমার ঘরে নেই। যত সব ছোটলোকদের জন্যে আমি আচার-মোরব্বা তৈরী করে' রাখিনি, যাও।"

সেইকথা শুনেই খুব ক্ষেপে গিয়েছিল মিনি। এর ক'দিন আগে তাই সে সন্ধ্যেবেলায় বুড়ির ঘরে ঢুকে, হাঁড়ি ফাঁক করে আচার দিয়ে এসেছিল পুঁটিকে। পাড়া বেড়িয়ে ঘরে ফিরে বুড়ি দেখে তার টাটকা কাঁচামিঠে আমের আচারের বড় হাঁড়িটা একেবারে কাবার।

এই সমস্ত কথা হাওয়াই-মিনির মনে পড়ে যায়—সে ভাবে —বুড়িকে নিয়েই এবার একটু মজা করতে হবে।

তাই, চুপি চুপি মিনি তার মামীর আঁচলটার সঙ্গে বুড়ির আঁচলের কষে বেশ একটা গেরো বেঁধে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের পেরেকে ঝোলান বুড়ির হরিনামের ঝুলিটা দিলে ঝুপ্‌ করে' মাটীতে ফেলে।

হরিনাম বল্‌তে বুড়ির কিচ্ছু নেই, কিন্তু ভণ্ডামীটা আছে ষোল আনা। লোক দেখানো ঝুলিটা বুড়ি শুধু সঙ্গে সঙ্গে রাখে। মিনি বেশ ভালো করে' দেখেছে, ওর ভেতর মালা বা কোনো কিছুরই বালাই নেই। আছে খালি সিকি-দুয়ানি আর খুচ্‌রো কতকগুলো পয়সা। কিপ্‌টে কঞ্জুষ বুড়ির তাই চোখ আর নড়ে না ওই ঝুলির ওপর থেকে। দিনরাত ঝুলির ওপর বুড়ির কড়া নজর।

হঠাৎ ওটা অমন করে' মাটীতে পড়ে' যেতেই আঁৎকে ওঠে বুড়ি। তাড়াতাড়িতে সেটা তুল্‌তে যাবে, আঁচলে টান লেগে বুড়ি চিৎপটাং।

রাগে দুঃখে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ি—"আ মর! বুড়ো মানুষের সঙ্গে মস্করা! আমার আঁচল ধরে' টানা?"

মিনির মামী ত অবাক!

"আমি কেন টান্‌তে যাব খুড়ি? ওমা, তাই তো! এ যে কে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে গা! ওমা কি ঘেন্না! কি ঘেন্না!"

মজাটা দেখে মেয়েরা সবাই উঠ্‌লো হেসে।

গণ্ডগোলটা বেশ খানিকটা পাকিয়ে উঠেছে দেখে—হাস্‌তে হাস্‌তে মিনি দে' ছুট্‌! হাওয়াই-মিনি—হাওয়ায় মেলায়!

ডুগ্‌ডুগি বাজ্‌ছে—ডুগি-ডুগি ডুগ্‌! ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌!

যাদুর খেলা সুরু হ'য়ে গেছে। সবাই একমনে চোখ বড় বড় করে' অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছে খেলা। আর মাঝে মাঝে পট্‌ পট্‌—খট্‌ খট্‌ শব্দে হাততালি দিয়ে তারিফ কর্‌ছে যাদুকরের কেরামতির।

সত্যিই বুড়ো যাদুকর ওস্তাদ বটে! এত সব আজগুবি আজগুবি খেলা দেখায় যে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন! তাই মাঝে মাঝে সবাই ঝোঁকের মাথায় চীৎকার করে' উঠ্‌ছে—"বাহবা! সাবাস! বহুত আচ্ছা খেলা।"

খেলা দেখাতে দেখাতে বুড়ো এক এক বার মুচ্‌কি হেসে ডুগ্‌ডুগি বাজায়, আর থেকে থেকে আড়চোখে মিনির দিকে চায়। মিনির মোটেই হুঁস্‌ নেই সে দিকে। অবাক হয়ে সে খালি বুড়োর তাজ্জব খেলা দেখ্‌ছে একমনে।

কুকুরগুলোকে বুড়ো কখনো খরগোস, আবার কখনো বিদ্‌ঘুটে শূয়োর বানাচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে' সেগুলো এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি কর্‌ছে। আবার বেমালুম সেগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। শূন্যে টেবিল-চেয়ারে বসে' দিব্যি আরামে সাহেবী খানা খাচ্ছে বুড়ো। আকাশের মেঘকে টেনে এনে বোতলে পূরে' বানিয়ে দিচ্ছে এক বোতল মিষ্টি সরবৎ!

এমনি আরো কত কি!

অনেকক্ষণ পর খেলা ভেঙ্গে গেল। সবাই হুড়মুড়িয়ে উঠে

পড়্‌লো বাড়ী ফেরবার জন্যে। সবার মুখই খুসীতে ভরা! সবাই ঠেলাঠেলি করে' এগিয়ে আসে যাদুবুড়োকে বাহাদুরী দিতে—শেষ পর্যন্ত মুখে তাদের কথা আর ফোটে না।

মিনিও এগিয়ে গেল যাদুবুড়োর কাছে। সবাই যখন ধীরে ধীরে চলে' যেতে লাগ্‌লো যাদুবুড়ো মিনিকে একপাশে ডেকে চাপা গলায় শুধোলে—"এবার কি করবে মিনি? বাড়ী ফিরে আবার বন্দী হ'য়ে থাক্‌বে সেই ঘরে? বলো, রাজী থাকো তো তার ব্যবস্থা করি।"

মিনির মনেই ছিল না এতক্ষণ যে, সে বন্ধ ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে। সত্যিই ত, কি কর্‌বে সে এবার? আবার ফিরে গিয়ে সে সেই অন্ধকার ঘরটায় বন্দী হ'য়ে থাক্‌বে? আর এরা ফিরে গিয়ে দয়া করে' তালা খুলে দিলে তবে সে পাবে বেরুতে!

নাঃ, কখ্‌খনো হবে না তা। মামীর জেলখানায় আর সে আটক থাক্‌বে না কিছুতেই। 'ফির্‌বেই না সে বাড়ী। মনে মনে ক্ষেপে ওঠে মিনি এসব কথা ভেবেই।

মিনি ভাবে—সে চলে' যাবে এই যাদুবুড়োর সঙ্গেই।...... যাবে কোন্ সে দেশ-দেশান্তর......বেড়াবে মাঠে, পাহাড়ে, নদীর ধারে বালুর চরে। ছুটোছুটি কর্‌বে ফুলের বনে, খেল্‌বে পশুপাখীদের সঙ্গে। বনের ফুল তুলে' গাঁথ্‌বে মালা, খাবে ঝরণার জল আর বুনো ফল গাছ থেকে পেড়ে।—খেয়ে নদীর জলে মাতামাতি করে, সাঁতার কেটে, নেচে গেয়ে কাটিয়ে দেবে সে সারাদিন—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। রাতের বেলা যাদু-বুড়োর কোলের কাছটিতে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে।

মিনি যে তাই চায়। যাবে মিনি এই বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো যে মিনিকে কত ভালবাসে তা সে টের পেয়েছে এর মধ্যেই।

কিন্তু মামা!

কালই ত শনিবার,—কালই মামা ফির্‌বেন সহর থেকে।

নাঃ, সে হবে না। মামাকে ছেড়ে মিনি কোথাও গিয়ে থাক্‌তে পারবে না। বাড়ীতেই সে ফিরে যাবে, আর কোথাও যাবে না সে।

তখ্‌খুনি আবার মনে পড়ে মামীর মারধোর অত্যাচারের কথা।

সব এলোমেলো হয়ে গুলিয়ে যায় মিনির।

হঠাৎ একটা মতলব এসে যায় মিনির মাথায়। মনে মনে ভারি খুসী হয়ে ওঠে মিনি।······

ঠিক! আজ্‌কের রাতটা এমনি অদৃশ্য হয়েই থাক্‌তে হবে তাকে। আজ আর কেউ চোখে দেখ্‌তে পাবে না মিনিকে। আজ সে হাওয়া,—একেবারে দুষ্টু হাওয়া,—ঝড়! হ্যাঁ, ঝড়ই তুল্‌বে সে। করে' দেবে সব তোলপাড়! তার পর কাল মামা এলে তখন লক্ষ্মীমেয়ে, ভালমানুষটি হয়ে মামার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মামাকে বলবে—সব কথা!

একটু থেমে' চুপি চুপি বুড়োকে বলে মিনি—"বুড়োদাদু, আজ তুমি নিও না তোমার এই শেকড়টা—কাল নিও, কেমন ?"

বুড়ো বুঝতে পারে মিনির মতলবটা। মুখ টিপে মুচ্‌কি হাসে বুড়ো। মুক্তোর মত সাদা দাঁতগুলো তার ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। তার পর বলে—"বেশ, তাই হবে দিদি। আজ রাতটায় ওটা তোমার বিনুনীতেই থাক বাঁধা, কাল কিন্তু সকালেই তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে ওটা। আজ রাতে আমি ওই গঞ্জের আটচালাতেই থাকবো।···কেমন ?"

মিথ্যে শাসনের ভঙ্গীতে ভুরু দুটো কুঁচ্‌কে মিনিকে সাবধান করে দেয় বুড়ো।—"কারো কোনো অনিষ্ট করো না যেন, তাহ'লে আমি কিন্তু ভয়ানক রেগে যাব। বুঝ্‌লে ?"

সব বুঝেছে মিনি।

ছোট্ট ঘাড়টী দুলিয়ে জানালো সে-কথা বুড়োকে। তার পর হাওয়ায় বেণীটী নাচিয়ে হাওয়া হ'য়ে ছুট্‌লো মিনি বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর পথে চললো হাওয়ায়-গড়া মিনি দৌড়ে। দাঁড়ালো না—থামলো না। মিনির মনও ছুটে চলেছে ভাবনার আঁকাবাঁকা গলি বেয়ে।—মিনি ভাবে—সেখানে না-জানি এতক্ষণে কি হৈ-চৈ সুরু হয়েছে। হয়ত কতো লোক জড়ো হয়েছে,—জটলা করে' তারা সবাই তার সম্বন্ধে কতো কি বলাবলি কর্‌ছে। নয়ত অনেকেই গাঁয়ের এদিকে ওদিকে ছুটোছুটী কর্‌ছে তাকে খুঁজে বার কর্‌তে। এখ্‌খুনি গিয়ে মজাটা দেখা চাই মিনির।

বাড়ী পৌঁছে কিন্তু মিনি দেখে চারিদিক বেবাক নিস্তব্ধ। মামী খুব হুঁশিয়ার লোক কিনা, এখুনি সব বেফাঁস করে' দিলে গাঁয়ের সবাই ত তাকেই দুষ্‌বে। বলবে—কী দরকার ছিল অমনধারা মেয়েটাকে ঘরে বন্দী করে' রাখবার? তাই কাউকে না জানিয়ে, আগে তিনি খুঁজে দেখ্‌বেন মেয়েটা কোথায় গেল!......যাবে আর কোথায়? হয়ত ওই শান্তিদের বাড়ী।

মিনি দেখে তালা-চাবি হাতে করে' মুখ চুণ করে' দাওয়ায় বসে' আছেন মামী। আর বার বার শুধোচ্ছেন রামধনকে—"সত্যি করে' বল্‌বি রেমো, তুই ত তাকে তালা খুলে' বার করে' দিস্‌নি?"

মামী জানেন মিনির ওপর রামধনের বেশ একটু টান আছে।

রামধন তো অবাক! বেচারা নিজের গালে ছোট্ট করে' একটা চড় মেরে বলে—"তাজ্জব কথা মা, আমি কখন তালা খুলতে গেলুম? তুমি না

আপনার হাতেই তালা এঁটে চাবি আঁচলে বেঁধে নিয়ে গেলে ?”

মাথা চুল্‌কে মামী বলেন—“আমার সন্দেহ হয় রামধন, হয়ত কেউ আমার অজান্তে চাবিটা আমার আঁচল থেকে খুলে নিয়েছিল। নইলে ক্ষেন্তিঠাকুরুনের আঁচলের সঙ্গে কে-ই বা বাঁধ্‌লে আমার আঁচলের গাঁটছড়া ? আমি ত কিছুই ভেবে পাই না।—ও বাড়ীর শান্তিরই হয়ত এ কারসাজী! ও ছাড়া আর হতভাগীকে বার করে’ নিয়ে যাবার কার এতো মাথাব্যথা ? তুই যা ত’ রামধন, ও-বাড়ী থেকে শান্তিকে একবার ডেকে নিয়ে আয় দেখি! আমার নাম করে’ বলবি যে—মা ডাক্‌ছেন।—ও মুখপুড়িকেও হয়ত দেখ্‌বি সেখানে।”

মিনির ভারি মজা লাগে! মরো এখন খুঁজে খুঁজে, পাবে তো ছাই!

মিনির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—রামধনের মুখে শুনে হন্তদন্ত হয়ে শান্তি এলো, এলো চিনু। মিনির মামীর মুখ থেকে সব কথা শুনে ওরা ত অবাক! শান্তি বলে,—“সত্যি কাকীমা, সেই দুপুরের পর থেকে আমি ওকে চক্ষেও দেখিনি। আহা! কেন তুমি অমন করে’ বেচারীকে ঘরে তালা বন্ধ করে’ রাখ্‌তে গেলে ? যাদুর খেলা দেখ্‌তে যাবে বলে’ বেচারী কতো আনন্দই না করছিল! আগে এ সব জান্‌লে আমিও কি যেতাম খেলা দেখ্‌তে ?”

কি বল্‌তে যাচ্ছিল চিনু—মিনি এই ফাঁকে তার মামীর পায়ে কাটলে ছোট্ট করে’ একটা চিম্‌টী।

চম্‌কে উঠে’ মামী রেগে মেগে বলেন—“আ মর! তাই কি তোরা চিম্‌টী কেটে আমার ওপর শোধ নিতে এলি ?”

অবাক হ’য়ে শান্তি বলে—“কে তোমায় চিম্‌টী কাট্‌লে কাকীমা ? খামোখা আমাদের দুষ্‌ছো তুমি।”

চিনুর দিকে চোখ ফেরায় শান্তি।

ভয় পেয়ে চিনু বলে—"সত্যি, এই দেখ কাকীমা, আমি রয়েছি কতো দূরে, এখান থেকে কি আমি তোমায় চিম্‌টী কাট্‌তে পারি ?"

ভেজা চোখে অবাক হ'য়ে শান্তি বলে—"কিন্তু, তুই ত বলেছিলি তখন—"

ভীষণ অপ্রস্তুত হ'য়ে চিনু বলে—"তখন বলেছিলাম বলেই কি আর সত্যি সত্যি চিম্‌টী কাট্‌তে গিয়েছি নাকি ?......আর তখন বলেছিলাম আমার নিজের মামী হ'লে। উনি ত আমার নিজের মামী নন, কাকীমা।"

ভয় পেয়ে শান্তি আর চিনু দুজনেই সরে' পড়্‌বার মতলব খোঁজে।

চিনু বলে—"আয় শান্তি আমরা যাই। আমরা চিম্‌টীও কাটিনি, তালা খুলে' চুরি কর্‌তেও যাইনি মিনিকে। আর এখানে থাক্‌বো না আমরা, আয় যাই।"

চট্‌পট্‌ সরে' পড়ে দু'জন।

ওদের মুখের ভাব দেখে, আর অমনি করে' পালানো দেখে, মিনি মনে মনে খুব হাসে—শব্দ করে না কিন্তু।

নাঃ, মিনির কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। মামী ফের রামধনকে বলেন—"যা' ত রেমো, এবাড়ী-ওবাড়ী, মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় বেশ ভাল করে' খুঁজে দেখে আয় আবার।"

বেচারা রামধন! কি আর করে—আবার মিনির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব্যাপারটা গাঁ-ময় জানাজানি হ'য়ে গেল। সবাই শুন্‌লে মিনিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

শুনে ছুটে এলেন সবাই, এলেন ক্ষেন্তিবুড়ি, নিতাইখুড়ো, এলেন মাধু-মাসী এবং গাঁয়ের আরো অনেকে। সবাই বেশ মাথা

ঘামায় ব্যাপারটা নিয়ে। কেউ দেখে তালাটা ঘুরিয়ে, কেউ দেখে জানালাটা নাড়িয়ে, কেউ ঘুরে বেড়ায় সারা ঘরটা।

নাঃ, সবই ত আছে ঠিক। তবে?

মেয়েটা তবে বেরিয়ে গেল কোন্ দিক দিয়ে?

মামীকে জিজ্ঞাসা করে সবাই—"বাছা, তুমি নিজেই ভুল করে' তালাটা খুলে রেখে যাওনি ত?"

মামী বলেন—"তাই যদি যাব, ফের ফিরে এসে তালাটা তবে বন্ধ দেখ্‌লাম কি করে'? এই একটু আগেই ত আমি আঁচল থেকে চাবি দিয়ে নিজের হাতে তালাটা খুল্‌লুম গো।"

মাধু-মাসী বিরক্ত হ'য়ে বলেন—"তাও বলি বাছা, আজকের এই আনন্দের দিনে ছেলে-বুড়ো সবাই যখন কাজকর্ম্ম খুইয়ে খেলা দেখ্‌তে ছুটেছে, তখন তুমিই বা কোন্ আক্কেলে ওই অতটুকু বাপ-মা মরা মেয়েকে চাবি এঁটে ঘরে বন্দী করে' রাখ্‌তে গেলে? মানুষের দরদ কি একটু নেই তোমার প্রাণে?"

মামী বেশ চটে যান মাধু-মাসীর টিপ্পনি শুনে। কড়া ভাবে বলেন—"শোনো কথা! বলে, তালা এঁটে যে মেয়েকে ঘরে আট্‌কানো যায় না, তার সঙ্গে কি করে' এঁটে উঠ্‌তে হবে তা তোমরাই বলে দাও।"

মাধু-মাসী মুখ ঘুরিয়ে বলেন—"বুঝিনে বাপু, কার সঙ্গে আঁটতে হবে। তোমার সঙ্গে, না, ওই মেয়েটার সঙ্গে?—এই একটু আগে চৌধুরী-বাড়ীতে তুমিই না বলে' এলে,—গাঁ-ময় মেয়েটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে।...... পাবে কি করে'? তাকে যে কয়েদ ক'রে রেখেছিলে আপনার বাড়ীতেই।"

কোনো জবাব দিতে পারেন না, রাগে আর লজ্জায় ঠোঁট কামরান মিনির মামী।

মিনির মামীর এ অবস্থাটা দেখে ক্ষেন্তিবুড়ি শুধু চুপ ক'রে

থাকতে পারে না। সে বলে—"ও তালা-ফালায় হবে না কিছু। আমি বলি শোনো,—হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ওকে চব্বিশ-ঘণ্টা রাখো ঘরে ফেলে। দেখো, ও মেয়ে দুদিনেই শায়েস্তা হবে। ওকি আর সহজ মেয়ে ভেবেচো? চোখ ফিরিয়েছি, কি আমার মোরব্বাগুলো আর নেই। … …হ্যাঁ, একটা কথা—বেড়ি যদি না থাকে তোমার ঘরে, আমি দেবো একজোড়া। মর্‌বার আগে আমার সোয়ামী পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি করতো, তার জন্যে আনা হয়েছিল। আছেই তা আমার ঘরে, কাল যেয়ো, দেব সে জোড়া।"

রাগে জ্বলছিলেন মাধু-মাসী। কড়া গলায় জবাব দেন—"তা' তোমার পাল্লায় পড়্‌লে সহজে ত আর কারুর নিস্তার নেই ঠাকুরুন, পাগল না হ'য়ে সে আর যাবে কোথায়?"

ক্ষেন্তিবুড়ি ভারী চটে' যায়। চেঁচিয়ে বলে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ক্ষেন্তিবুড়িই একা পাড়া-কুঁদুলী, আর কারো মুখে ফোটেনি আজো বুলি।"

রেগে ঘাড় কাত করে' বেরিয়ে গেল বুড়ি হন্‌ হন্‌ করে'।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এমনিধারা কতো লোকই যে আসে মিনির খোঁজ-খবর নিতে, আর কতো রকম কথাই না বলে যায়, তার শেষ নেই। কতো লোকেই না খুঁজ্‌লে মিনিকে এখানে, ওখানে, সেখানে। কিন্তু নাঃ, মিনিকে আর পাওয়া যায় না।

দাওয়ার একধারে চুপটি করে' বসে' সব দেখে মিনি, আর শোনে তাদের কথাবার্তা। সত্যি, ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু! দুপুরের আগে মিনিই কি ভেবেছিল, সবার ওপর আজ এমনি করে' টেক্কা দেবে সে? মনে মনে হেসে বাঁচে না মিনি।

একটু বাদেই পেঁচীর মা এলো বাসন মাজ্‌তে। আর আর দিন পেঁচীর মার ভারী মজা! মিনিই আদ্দেক বাসন ধুয়ে-মেজে ভাঁড়ার ঘরে গুছিয়ে রেখে দেয় তার কাজ কমিয়ে। আর আজ সে এসে দেখে তার জন্যে এক কাঁড়ি বাসন এঁটোকাঁটা সুদ্ধ পড়ে' রয়েছে কুয়োতলায়। তার ওপর শোনে—মেয়েটা নাকি কোথায় পালিয়েছে। আপন মনে বক্‌বক্‌ করে' বকে, আর ছাই-শালপাতায় ঘস্‌র-ঘস্‌ বাসন মাজে!

সন্ধ্যে একটু ঘনিয়ে এসেছে, পেঁচীর মার কাজের তাড়া পড়েছে বেশী। কাজ করে, আর আপন মনে বকে পেঁচীর মা—

"ও আমার জানাই আছে,—বাসনের গাদা দেখে পালিয়েছেন রাজ-কন্যে। যেই দেখবেন বাসনের গাদা ধুয়ে মেজে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে পেঁচীর মা, অমনি ফিরবেন রাজকন্যে তিড়িং তিড়িং করে' পাড়া বেড়িয়ে। নাকি সুরে আব্‌দার জুড়্‌বেন—'বঁড্ড খিদে পেঁয়েছে মামী, খেতে দাঁওনা!'...হতো যদি আমার কেউ—"

আর ভঙ্গী করে' বল্‌তে হলোনা পেঁচীর মাকে। পাশেই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিল মিনি, রেগে-মেগে বালতিটা দুহাতে তুলে' ঢেলে দিলে পেঁচীর মার মাথায় বাসন-মাজা নোংরা জল। আচম্‌কা এক বালতি নোংরা জল এই ভর সন্ধ্যেবেলায় মাথায় পড়্‌তেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করলে পেঁচীর মা। এমন অসম্ভব রকম তামাসা পেঁচীর মার সঙ্গে কর্‌তে কে সাহস পায়, তাকে দেখে নিতে কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়ায় পেঁচীর মা। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

হাওয়াই মিনি—অদেখা হয়ে দুষ্টু হাসি হাসি।

মিনি এবার পেঁচীর মার আগের কথাগুলো তেমনি করে' নকল করে' বলে—"হুঁ-হুঁ, বঁড্ড খিঁদে পেয়েছে, খেঁতে দাওনা, ওই পেঁচীর মার মাথাটা—"

আর সঙ্গে সঙ্গে পাশেই একটা ছোট আতা গাছের নোয়ানো ডাল ধরে' দিলে একটা জোরে ঝাঁকুনী। সর্ সর্ করে' কেঁপে উঠলো সারা গাছটা, ঝর্-ঝর্ করে' ঝরে পড়লো শুকনো পাতাগুলো।

বাস্! এবার আর নেই পেঁচীর মা! লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে' দে ছুট্!

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মিনির মামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পেঁচীর মা, গা দিয়ে নোংরা জল ঝর্‌ছে। কেঁদে বলে—"মাগো মা, বাঁচাও আমায়, তোমাদের

মিনি কি আর আছে মা? মরে' ভূত হয়ে কূয়োতলার ওই তেঁতুলগাছে বাসা নিয়েছে। এই আমার নিজের চোখে দেখা মা,—মা শেত্তলার দিব্বি—নিজের কানে শোনা!! মাগো, কালো আর সরু সরু লম্বা ঠ্যাং ঝুলিয়ে আমায় বলে কিনা—'তোর মাথা খাব, নইলে পিণ্ডি দে, বড্ড খিদে।' "—ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে—"ওগো,—মাগো, আমার পেঁচীর কি হবে গো! আমার ওই একরত্তি কানাকড়ির কি হবে মা?···দোহাই মিনিভূত, আমি কালই পুরুত ডেকে' তোমায় পেটপুরে পিণ্ডি খাওয়াব মা, আমার পেঁচীকে তুমি এ যাত্রা রক্ষে করো। নইলে আমি আর বাঁচ্‌বো না।"

পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে পেঁচীর মা। শুধোলেও আর রা-কাড়ে না, ভাল করে' কিছু জবাব দেয় না।—মিনির মামীব মাথায় গোল বাধালে ব্যাপারটা।

যতই তিনি শুধোন—"কি হয়েছে খুলে বল্‌"—পেঁচীর মা ততই ডাক ছেড়ে' 'মা-গো মা' বলে কাঁদ্‌তে থাকে। রামধনকে হাত জোড় করে' বলে—"দোহাই বাবা রামধন, এ বাড়ীর চাকরী আমার আজই শেষ। রইল ওই তোমার বাসন-কোসন, রইল এই আমার এ-বাড়ীর কাজ! আর আমি এমুখো হচ্ছিনে কখনো। আমায় বাবা, তুই বাড়ী পোঁছে দিয়ে আয় রামধন। ওর যা' খিদে দেখ্‌লাম—বাড়ী ফিরে আজ পেঁচীকে দেখ্‌তে পেলে রক্ষে। তোর দুটি পায়ে পড়ি বাবা রামধন, একটু শিগ্‌গির করে' বাড়ী এগিয়ে দিয়ে আয় আমায়। একা আর আমি এক পা-ও নড়্‌তে পারব না এখান থেকে।"

পেঁচীর মা'র কান্না শুনে বাড়ীর সব ছেলেমেয়েরাও এক জোটে কান্না জুড়ে দিলে।—সে আবার আর এক ফ্যাসাদ! কাউকে থামাতে পারেন না মিনির মামী।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাঁয়ের অনেকেই জুটলো এসে। কেউ বলে—"হবেও বা।" কেউ হাসে মুখ টিপে। আবার কেউ মুখের 'পরেই বলে যায়—"সব গাঁজা।"

নিতাই খুড়োর বাড়ীর পাশেই পেঁচীর মার বাড়ী। শেষ পর্যন্ত খুড়োর সঙ্গেই পেঁচীর মা বাড়ী ফির্‌লো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে। মামী ঢুকলেন হেঁসেলে রাঁধার যোগাড় করতে।

এতটা যে মজা জমবে, প্রথমে তা ভাব্‌তে পারেনি মিনি। পেঁচীর মাকে অমন করে' নাকাল করতে পারা গেছে দেখে' মিনির কী আনন্দ! উৎসাহ বেড়ে যায় মিনির! এবার এক নতুন মতলব আসে ওর মাথায়। ভাবে—যাই একবার পাড়াটা বেড়িয়েই আসি, আর সেই সাথে ভাবটাও ঝালিয়ে আসি গীতুর সঙ্গে।

সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে ছুট্‌লো মিনি গীতুদের বাড়ী।

বড্ড বাড়াবাড়ি গীতুর।—সেটা যে ভাল নয় তা জানিয়ে দেওয়া উচিত ওকে।

গীতু কে জানো? স্কুলে গিয়ে মিনি যাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকতো না কোনোদিন। বেঞ্চিতে রোজ রোজ পাশাপাশি বস্‌তেই হবে দুজনকে। বেড়ানো আর খেলা—সেও দুজনের এক সঙ্গেই। সেই গীতু আজ কত দিন ধরে আড়ি করে' রয়েছে ওর সঙ্গে,—চোখাচোখি হ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নাঃ, এ সুযোগ ছাড়বে না মিনি। কতোদিন কিছু বলতে গিয়েও বল্‌তে পারেনি, ওই গীতুর বদ্‌রাগী স্বভাবের জন্যে।

আজ সুযোগটা যখন মিনির হাতে এসে পড়ে'ছে, তখন মিনি নিশ্চয় ওর রাগের দৌড়টা পরীক্ষা করে' দেখ্‌বেই। আজ আর নিস্তার নেই গীতুর।

গীতুদের বাড়ীর ফটকে এসে যখন পৌঁছুল মিনি, সন্ধ্যে তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। বাগানের ধারে পূব দিককার ঘরে আলো জ্বালিয়ে নিয়ে পড়্‌তে বসেছে গীতু। একটু দূরে টেবিলের বাঁ-পাশে পড়্‌ছে বসে' গৌরী—ওর দিদি।

রোজ সন্ধ্যে সকালে মাষ্টার মশাই এসে ওদের পড়ান। আজ এখনো এসে পৌঁছোন নি। এলেন বলে'।

বেশ মনোযোগের সঙ্গে ভূগোল পড়্‌ছে গীতু, কাল আছে ভূগোলের পড়া।……পৃথিবীর এক দিকে যখন আলো, তখন অন্য দিকে অন্ধকার।

হঠাৎ টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা কমে' এলো, ঘরটা হয়ে গেল অন্ধকার! পড়ার ঝোঁকেই বাঁ-হাতে আলোর পল্‌তেটা একটু বাড়িয়ে দেয় গীতু।

এক মিনিট, আলোটা হঠাৎ কমে' গেল আবার। বিরক্ত হ'য়ে পল্‌তের চাকা ঘুরিয়ে আলোটা ফের উস্কে দেয় গীতু। ওমা আধ মিনিট যেতে না যেতেই কিন্তু আলোটা ফের যায় কমে'। রেগে কটমট্‌ করে' চাইলো গীতু গৌরীর পানে। ভাবলে, গৌরীই বুঝি বারবার কমিয়ে দিচ্ছে আলো। গৌরী ভাবে গীতুই বুঝি তাকে বিরক্ত কর্‌ছে অমনি ভাবে।

ফের দুজনে চুপ্‌চাপ্‌—মন দেয় বইয়ের পাতায়। কিন্তু এ আবার কি! টেবিল-ল্যাম্পটা মাঝ থেকে উঠে গিয়ে গৌরীর সামনে বস্‌লো দেখি।

গীতুর মেজাজটা গেল বিগ্‌ড়ে। ছোট হ'লেও দিদির এতটা বাড়াবাড়ি কোনদিন সহ্য করেনি সে। ভাবলে, আলোটা গৌরীই তবে টেনে নিলে নিজের পাশে। তাই সে লাফিয়ে

উঠে' ঝাঁপিয়ে পড়ে' ল্যাম্পটা দুহাতে টেনে' এনে নিজের এপাশে রাখলে। গৌরী ত অবাক শান্ত মেয়ে হ'লেও আলোটা নিয়ে মিছিমিছি গীতুর এই রকম ছেলেখেলা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না সে। তাই জোর করে' গীতুর কাছ থেকে আলোটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পাশে রেখে' পড়ায় মন দিল গৌরী।

আর যায় কোথা!

রেগেমেগে গীতু আলোটা লক্ষ্য করে' ছুঁড়লো ওর কাঁচের ভারী দোয়াতটা। ঝন্ ঝন্ করে' উড়ে' গেল চিমনির খানিকটা। আলোটা নিভলো না বটে; কিন্তু দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন নেপালবাবু—গীতুদের মাষ্টার মশাই। দোয়াত থেকে চারধারে ছিট্‌কে পড়লো একরাশ কালি—তাঁর সারা মুখ, জামা-কাপড় সব হ'য়ে গেল একাকার। কালিতে—কালিময়।

নেপালবাবুর বেশ বয়স হয়েছে। গোবেচারী ভদ্রলোক, ধীরে-সুস্থে ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ একি কাণ্ড! গৌরীর চেঁচামেচিতে আর ডাকাডাকিতে ওঘর থেকে তখন মেজদাও এসে হাজির।

নেপালবাবুর মুখচোখ আর জামা-কাপড়ের ঐ দশা দেখে' মেজদা তাড়াতাড়ি সে-সব ধুয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে নিয়ে বাইরে গেল।

গৌরী ছুটে গেল তার জন্যে জল এনে দিতে।

কোথা দিয়ে কেমন করে' কি সব কাণ্ড ঘটে গেল!—গীতু ভেবে পায় না সে কি করবে, কাজেই ঘাড় কাত্‌ করে' গুম্ হ'য়ে ঘরে বসে রইল একলাটি। রাগ বাড়্‌লে সে কথা বলে কম।

তারপর—আজ্‌কের ব্যাপারে ওর ধারণা দিদিটাই আসলে দোষী!

একা বসে' আছে গীতু, হঠাৎ ওকি! সেই চিম্‌নী ভাঙা টেবিল-ল্যাম্পটা ধীরে ধীরে চলে' যাচ্ছে টেবিল থেকে উঠে আর একদিকে। অবাক হ'য়ে গীতু বড় বড় চোখে সেদিকে চেয়ে থাকে ব্যাপারটা কি বুঝ্‌বে বলে!

তাই তো! কেউ তো নেই কোথাও! আলোটা আপনা থেকেই হাওয়ায় ভেসে চলেছে!!

ঘরের ওপাশটা ঘুরে আলোটা আবার গীতুর দিকে এগিয়ে আস্‌তেই ভয় পেয়ে সে দিল ভীষণ এক চীৎকার!

এতটা ভয় পাবে গীতু, মিনি তা ভাবেনি আগে। আচমকা গীতুর চীৎকারে সেও যায় ভড়্‌কে। থতমত খেয়ে বাগানের দরজা দিয়ে যেমনি পালাতে যাবে, হঠাৎ মোটা একটা বই পোঁ করে' ছুটে যায় মিনির মাথার ওপর দিয়ে। ইংরিজী-বাংলা ডিক্সনারীটা,—গীতু ছুঁড়ে মেরেছে। ভাগ্যিস মাথাটা তার হাও-য়ায় তৈরী—নইলে পরে কী হতো!

খুব ভয় পেয়ে যায় মিনি! তবে কি গীতু ওকে দেখ্‌তে পেয়েছে? মিনি তাড়াতাড়ি আলোটা বাগানের দিককার বারান্দায় যেমনি রাখ্‌তে যাবে অমনি গেল নিভে! অন্ধকারে বাগানের পথে ছুটে বেরুতে গিয়েই পেছন থেকে পড়ে ওর ফ্রকটায় একটা টান! সর্বনাশ! ধরা পড়েছে ভেবে জোর করে' দৌড়ে পালাতে যাবে, ছিঁড়ে চলে আসে ওর ফ্রকের কোণাটা। পেছনে তাকিয়ে দেখে—

না, কেউ না ত। ওই গোলাপের কাঁটায় আটকে গিয়েছিল ওর ফ্রকের একটা ধার।

ছুটে গেট দিয়ে পথে নামতে গিয়ে বেড়ার বাঁখারি লেগে ছড়ে যায় মিনির পায়ের খানিকটা। একটু জ্বালা কর্‌ছিল, বোধ করি রক্তও বেরিয়েছে।

রাস্তায় নেমেও খানিকদূর দৌড়ে আসে মিনি।

ভয় হলো, তবে কি গীতু দেখ্‌তে পেয়েছে ওকে। নইলে অমন তাগ করে' বইটা ছুঁড়ে মার্‌লো কি করে গীতু? হাত্‌ড়ে ওর বিনুনীর ডগাটা পরীক্ষা করে' দেখে নেয়, নাঃ, শেকড়টা ঠিকই আছে ত।

তবে কি করে' ওকে দেখ্‌তে পেল গীতু, শেকড়ের গুণ কি তা হ'লে নষ্ট হ'য়ে গেল এরি মধ্যে?

ভালো করে' কিছুই বুঝতে পারে না মিনি। ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে বাড়ীর পানে চল্‌তে থাকে সে।

বেশ জমে' এসেছিল গীতুকে জব্দ কর্‌বার পালাটা, হঠাৎ অমন চীৎকার করে' হৈ চৈ বাধিয়ে সব মাটি করে' দিলে গীতু। তাই শেষের দিকটায় খুবই নাজেহাল হতে হলো বেচারা মিনিকে। তবু মন্দের ভালো, ধরা না পড়ে' সে যে পালিয়ে আস্‌তে পেরেছে এই তার ভাগ্যি!

এদিকে অন্ধকার ঘরে গীতুর চীৎকারে ছুটে এলেন গীতুর মা, পিসীমা, রাঙাখুড়ি, গৌরী। এলো গীতুর মেজদা ও মাষ্টার মশাই।

চেয়ারে হাত-পা গুটিয়ে তখনো গীতু কাঁপছে ভয়ে।

সবাই এসে ব্যাপার কি শুধোতেই ভ্যাঁ করে' কেঁদে ফেলে গীতু। কাঁপা গলায় বিস্তারিত বলে যায় আলোটার শূন্য দিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা।

কেউ কিন্তু বিশ্বাস করে না গীতুর সে আজগুবি কথা।

মেজদা ত মুখের ওপরই বলে দেয়—"এই বয়সেই যা' চণ্ডালী রাগ গীতুর, মাথাটা বিগ্‌ড়ে যেতে বেশী দেরী নেই আর।"

গীতু এবার সত্যি কেঁদে ফেলে। বাগানের দিকের বারান্দায় টেবিল-ল্যাম্পটার খোঁজে তখ্‌খুনি সে ছুটে যায়। গৌরী ততক্ষণে বাড়ীর ভেতর থেকে অন্য একটা আলো এনে হাজির। সবাই অবাক হয়ে দেখে—সত্যিই ত, চিম্‌নী-ভাঙা টেবিল-ল্যাম্পটা বারান্দার একপাশে নিভে পড়ে রয়েছে,—তার পাশেই সেই ডিক্সনারীটাও। মিছে বলেনি ত তাহ'লে গীতু! তবে কি এই সন্ধ্যেরাতে চোর ঢুকেছিল ঘরে?

মেজদা কিন্তু হেসে সবার ওপর টেক্কা দিয়েই বলে' বসে—"গীতু পেত্নীরই কীর্তি এসব! যা রাগের বহর ওর, ও-ই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এগুলি।...আর তা যদি না হয়, এ তবে নিশ্চয় ওই হিজলতলার কন্দকাটা ভূতটারই কাণ্ড। মাথা নেই, ঘুরে' ঘুরে' গেরস্থবাড়ীর আলো নিভিয়ে বেড়ায়, আর দাওয়ায় বসে' বসে' সুর করে' ডিক্সনারী পড়ে! আজ বোধ হয় গীতুর ভুতুড়ে রাগের খবর পেয়ে' ভাব করতে এসেছিল ওর সঙ্গে।"

গীতু বুঝ্‌তে পারে—ওরা কেউ ওর কথা বিশ্বাস করেনি, বিশেষ মেজদা। না করুক, অভিমানে ও ভয়ে খুবই কিন্তু মুষ্‌ড়ে পড়ে গীতু। রাতের পড়া আর হলো না, উঠে সে চলে' যায় মার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে।

মাষ্টার মশাই নেপালবাবুরও আর সেদিন পড়ানো হলো না। কালির দাগ ওঠাতে জামা-কাপড় তাঁকে সব ভেজাতে হয়েছে। কাজেই বাড়ী ফিরে গেলেন তিনি।

ব ড়ীর। পথে চল্‌তে চল্‌তে মিনি খালি এই কথাই ভাবে—

গীতু যদি তাকে দেখতেই পেয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় বুড়োর দেওয়া জড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে, কোনো গুণ নেই এর।

এবার তা'হলে মিনি আর হাওয়া নেই! সবাই এখন দেখ্তে পাবে ওকে! যেমন দেখ্তে পাওয়া যায় দুনিয়ার সব মানুষকেই! আর কিছুই নতুনত্ব নেই মিনিতে!

খুবই ভাবনায় পড়ে যায় মিনি। কি করে' এবার তা'হলে সবার সামনে দাঁড়াবে গিয়ে সে। মামী যে তাকে কী বলবেন—ভেবেই সারা হয় মিনি।

ভাব্তে ভাব্তে একমনে পথ চলেছে, হঠাৎ আধ অন্ধকারে সাড়া পায় কুঞ্জচৌকিদারের। অন্ধকারে হুস্ হুস্ করে' এদিকেই এগিয়ে আস্ছে কুঞ্জ। মিনি খুব ভয় পেয়ে যায়—কুঞ্জকে নয়, ওর সেই বাঘা কুকুরটাকে।

ওঃ! কী সাংঘাতিক কুকুর ওটা! ছোট ছেলেমেয়ে, কি অচেনা লোকজনকে দেখ্তে পেলে ঘেউ ঘেউ করে' তেড়ে' আসে কাম্ড়াতে!

দূর থেকে কুঞ্জ আস্ছে বুঝ্তে পেরেই তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের ঘেঁটুফুলের ঝোপটায় লুকোতে যায় মিনি। মিনির হাত লেগে দুধারের ঘেঁটুগাছগুলো সর্ সর্ করে' একটু নড়ে' ওঠে।

আর যায় কোথা! পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ করে' তেড়ে আসে বাঘাটা! ভয়ে চোখ-কান বুজে সেইখানেই মাটির ওপর শুয়ে পড়ে মিনি। মিনি আর নেই! আর কোনো উপায় নেই দেখে চীৎকার করতে চায়, কিন্তু শক্ত করে' দু'হাতে মুখ চেপে ধরে মিনি—একটুও আওয়াজ করে না। চোখ রাখে বাঘা কোথায় যায়
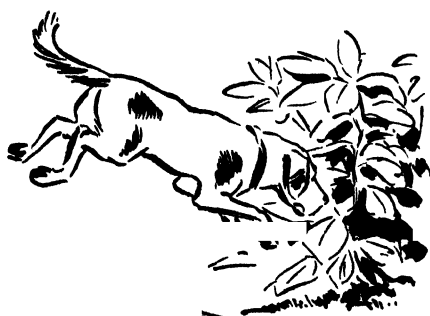
বাঘাটা দেখা গেল, জঙ্গলের ভেতরে অনেক দূরে তাড়া করে' চলে গিয়েছে। ওমা! আবার ফোঁস ফোঁস করে' গন্ধ শুঁকৃতে শুঁকৃতে ফিরে আসে একেবারে মিনির মাথার কাছে। দম আট্‌কে মড়ার মতো পড়ে থাকে মিনি। নিশ্চয় দেখ্‌তে পেয়েছে বাঘা মিনিকে।

বাঘাটা কিন্তু দু' তিনবার মিনির আশে-পাশেই ঘুরে ঘুরে গন্ধ শুঁকৃতে লাগ্‌লো, কিছুই বল্‌লো না ওকে। মিনিকে কি সত্যিই দেখ্‌তে পেয়েছে বাঘা?

"তু-উ-উ-উ।" রাস্তা থেকে কুঞ্জ ডাকে বাঘাকে। ডাক শুনে তিন লাফে বাঘা ফিরে যায় কুঞ্জর কাছে। তবু মিনি খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ পড়ে থাকে সেই জঙ্গলেই।

পরে যখন বেশ ভালভাবে বুঝতে পারে—ওরা গেছে অনেকদূর চলে—আর ভয় নেই, তখন মিনি উঠে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে—পা দেয় রাস্তায়।

কী কাণ্ড! ভয়ে সারাটা গা ভিজে গেছে ঘামে! এমন বিপদে আর কখনো পড়েনি মিনি। পা দু'টো ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌ছে তখনো, বুকটা করছে ঢিব্ ঢিব্। ভাল করে' পথ চল্‌তে পারে না মিনি!

আচ্ছা, বাঘা কি ওকে সত্যিই দেখ্‌তে পেয়েছিল? তা নাহ'লে হঠাৎ অমন তাড়া ক'রে এলো কেন জঙ্গলে? তবে কি শেকড়টার গুণ সব নষ্ট হ'য়ে গেছে?

রকমারী সন্দেহ আর হাজারো এক ভাবনা মাথায় নিয়ে বাড়ীর দিকে গুটিগুটি এগিয়ে চলে মিনি।

বড্ড খিদে পেয়েছে মিনির। সেই ত কখন্ দেড়খানা গজা খেয়েছে সে, তারপর এত সব হৈ চৈ! খিদেয় পেটের ভিতর চোঁ চোঁ কর্ছে, খেতে না পেলে আর এক পা-ও নড়তে পার্বে না সে।

বাড়ীর কাছে এসে অন্ধকারে ঘরের আনাচ-কানাচ বেয়ে পা টিপে টিপে বাড়ীর ভেতরে ঢোকে মিনি। কেউ পাছে তাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে টুক্ করে' ঢুকে পড়ে শোবার ঘরটায়।

পেঁচীর মা চলে যাবার পর বাকি বাসনগুলো ধুয়ে আন্তে গেছে রামধন,—কূয়োতলায় বাসনের ঝন্-ঝন্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হেঁসেল থেকে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ আওয়াজ আস্ছে,—মামী সেখানে রান্নায়

ব্যস্ত। ওদিকে ঘরের ভেতরে বিছানায় শুয়ে আছে খোকন, পাশে প্রদীপের ধারে পড়্‌ছে বসে’ রমা আর লিলি।

বেশ ভাল ভাবে গম্ভীর হ’য়ে মিনি বসে’ পড়ে গিয়ে ওদের পাশে। ওরা কিন্তু একবারটী কেউ ফিরেও চাইল না মিনির দিকে। তবে কি মিনিকে ওরা ঠিকই দেখ্‌তে পাচ্ছে না? এখনো কি তবে শেকড়টার গুণ তেমনি রয়েছে?

পরীক্ষা কর্‌বার ছলে দুহাত দিয়ে ঢেকে ধরে মিনি রমার পড়বার পাতাটা।

কিন্তু না। রমা ত একটুও আট্‌কাল না পড়ায়, বা বাধাও দিলে না ওকে। এক মনে পড়েই চলেছে রমা, বেশ বানান করেই পড়্‌ছে সে—

> “অঞ্জনা-নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
> পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
> জীর্ণ ফাটল-ধরা—এককোণে তারি
> অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।—”

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো মিনি। নিজের কথা ভাববার অবসর পেল সে এবার।

ওঃ। বড় ক্লান্ত সে। দুপুরের পর এক মুহূর্তও বিশ্রাম মেলেনি তার। গীতুদের বাগানে বাখারী লেগে ছড়ে যাওয়ায় পায়ের ওখানটা বেশ যেন জ্বালা করছে এখনো। বড্ড মেহনৎ গেছে তার। চোখদুটো জড়িয়ে আসে ঘুমে। কিন্তু নাঃ, এখন ত তাকে ঘুমুলে চল্‌বে না, কতো কাজ যে এখনো বাকি।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মিনি দেখ্‌লে—হেঁসেলে মামীর রান্না শেষ, মামী ভাত বাড়ছেন। মিনি জানে তাকে খেতে দেওয়া হবে না, সে-ত আর নেই। যাক্‌, রমা-লিলিরা খাবে, তাতেই সেরে নেবে সে।

খানিক বাদে শোবার ঘরেই মামী এলেন রমা, লিলি আর খোকনের জন্যে তিন থালা ভাত নিয়ে, মিনিও এলো পিছু পিছু। মিনি ভাবে, কি করা যায়? অগত্যা বসে' পড়ে সে খোকনের পাতেই।

ছোট্ট হ'লেও খোকন নিজের হাতে খেতে শিখেছে। খোকনের মতো ভাত মেখে মা তাকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন পাতে। খোকনও খায়, আর একপাশ থেকে মিনিও তুলে তুলে মুখে দেয় ভাতের গরাস। কত কটাই বা ভাত খোকনের পাতে—দু'চার গাল খেতেই যায় ফুরিয়ে—

খোকন হাঁকে—"মা, আল্‌ ভাত—"

ফের ভাত নিয়ে এলেন মা। বলেন—"বড্ড খিদে পেয়েছে, নারে খোকন? এর মধ্যেই সবটুকু ভাত খেয়ে ফেলেছিস্‌?"

খোকনকে আবার ভাত মেখে দিয়ে গেলেন মা। এবার আরো কম ভাত। মিনি আর খোকন অল্পক্ষণেই সেটুকু শেষ করে' ফেল্‌ল। খোকন আবার হাঁকে—"মা, আলো ভাত।"

হেঁসেল থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিলেন মা—"আর ভাত খেতে হবে না, যা'। অতো ভাত খেলে অসুখ কর্‌বে।"

কাছে এসে বুঝিয়ে বলেন—"আজ ওই হয়েছে খোকন, বেশী খেলে অসুখ কর্‌বে। আবার কাল খেয়ো, এখন ওঠো লক্ষ্মীটী।"

খোকন প্র থ মে—উঁ উঁ করে' আপত্তি জানায়, তারপর পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে সুরু করে—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ, আমায় আলো ভাত দাও, এ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ আ মা য় আলো ভাত দাও।" থালা ছেড়ে কিছুতেই উঠ্‌বে না খোকন।

লিলি বলে—"খোকনটা যেন আজ রাক্ষুস হয়েছে মা। আমরা সেই একবার ভাত নিয়েছি, এখনো শেষ কর্‌তে পারিনি। আর, ও আমাদের আগে দু' দু' বার শেষ করে' ফেল্‌লো।"

মা খোকনকে আঁচাতে নিয়ে গেলেন—জোর করেই।

মিনি দেখে মহা বিপদ! খোকনকে ত আর ভাত দিলে না! এদিকে তার যে সবে আধপেটা খাওয়া হয়েছে। বাধ্য হয়ে সে তুলে নেয় একমুঠো ভাত রমার পাত থেকে—একমুঠো লিলির পাত থেকে। নেয় মাছভাজা—তরকারীর আলু—ঝোলের পটল!

হঠাৎ রেগে মেগে কেঁদে ওঠে লিলি—"দিদি, তুমি আমার মাছভাজা নিয়েছ, হ্যাঁ! আমি এই ত এপাশে রেখেছিলাম, দাও।"

রমা অবাক হ'য়ে বলে—"বাঃ রে! আমি কখন্‌ নিতে গেলাম তোর মাছভাজা? মিথ্যেবাদী কোথাকার! ফের মাছ-ভাজা চেয়ে নেবার ফন্দী, না?"

মা হেঁসেল থেকে বলেন—"তোদের আর ঝগড়া কর্‌তে হবে না! মিনির ভাগের মাছভাজাটা ছিল, দাঁড়া তোকেই দিচ্ছি।"

আর একটা মাছভাজা এনে লিলির পাতে দিয়ে গেলেন মা।

মিনি দেখে—বাঃ, বেশ ত মজা! তার ভাগের মাছভাজা জুটবে কিনা অন্যের বরাতে! তাই বা কেন?

ফের মাছভাজা পেয়ে লিলি মহা খুসী। অতি সাবধানে সেটি পাতের একপাশে সরিয়ে রেখে সবে এক মুঠো ভাত মুখে পুরেছে, এই ফাঁকে মিনি দু' হাতে থালাখানা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আর যায় কোথা! লিলি ভাবলে—রমাই বুঝি তার থালাটা টেনে নিচ্ছে। তাই চেঁচিয়ে উঠে ধর্‌তে গেল থালাটা। সেটা তখন তার নাগালের বাইরে। অমন শূন্যে দিয়ে থালাটা ভেসে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভয়ে রমা লিলি দুজনেই গলা ছেড়ে দেয় চীৎকার!

ওদের চেঁচানি শুনে খোকনকে কোলে করে' হেঁসেল থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মিনির মামী।

এসে যা' দেখ্‌লেন তাতে তাঁর চোখ একেবারে ছানাবড়া। ঘরের ওই আবছা অন্ধকারে—কোণটার দিকে থালাটা তখনো শূন্যে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে কে যেন তা থেকে চপ্‌ চপ্‌ করে' ভাত তুলে খাচ্ছে। মিনির মামী স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেন সে আওয়াজ।

খুব শক্ত মানুষ তিনি, তাই পেঁচীর মার মতো চীৎকার করে' পাড়া মাথায় করে' তুল্‌লেন না। খোকনকে বুকে চেপে, দুটী মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে থালাটার দিকে নজর রেখেই বার দু'য়েক কাঁপা গলায় রামধনকে ডাকলেন তিনি।

রামধন তখন বাড়ীতে নেই। বাসন ধুয়ে দিয়ে সে ফের সারাটা পাড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে মিনিকে। অন্ধকার রাত্তিরে ঐ টুকুন মেয়ে, পথে পথে ঘুরে বেড়াবে! রামধন ভাবে—নাঃ, এ কখ্‌খনো হতে পারে না—তাই পারেনি সে নিশ্চিন্ত থাকতে।

মামীর গলা এসেছে শুকিয়ে—আওয়াজ বেরোয় না গলা থেকে। তবু মনে খুব সাহস সঞ্চয় করে' বলেন—"যেই হও তুমি, আমাদের পথ ছেড়ে দাও। খিদে পেয়ে থাকে হেঁসেলে গিয়ে যতো ইচ্ছে খাওগে, দোহাই তোমার—শুধু আমার এই বুকের বাছাদের কিছু বলোনা, এখ্‌খুনি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা।"

আর খিদে নেই, ঢের খেয়েছে মিনি। ঝন্‌ঝন্‌ করে' থালাটা সামনের মেঝেতে ফেলে দিয়ে, পায়ের দুপ-দাপ আওয়াজ করে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল সে।

মামী বুঝ্‌লেন—অপদেবতা তা হ'লে তাঁর কাতর প্রার্থনা শুন্‌ল। পায়ের আওয়াজে বোঝা যায় বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে গেল এবার।

তিনি আর লোকজন ডেকে বার বার খামোখা তাদের

বিরক্ত কর্‌তে চাইলেন না। রামধন এলে যা' হোক করে' সবাই মিলে রাতটা কাটানো যাবে।

রমা-লিলিরা ছেলেমানুষ, ওরা কেউ আর ভয়ে ঘরে শুতে যেতে রাজী হয় না। তাদের কাছে নিয়ে রামধনের প্রতীক্ষায় বারান্দায় বসে' রইলেন মামী।

কাল সকালে লোকজন ডেকে একটা কিছু ব্যবস্থা কর্‌তেই হবে। তা ছাড়া কাল মিনির মামাও ত আস্‌ছেন সহর থেকে।

অতটুকু মেয়ে হ'লে কি হয়? রাতের আঁধারে ঘুট্ ঘুট্ করে' বেড়িয়ে বেড়ানো মিনির চিরকেলে স্বভাব। ভূত-পেত্নী ওসব বাজে জিনিষ যে—তা সে জানে। তাই ওসব একটুও ভয় করেনা মিনি।

বাকি এখন শুধু ক্ষেন্তিবুড়ি।

মিনির মাথায় মতলব আসে—এইবার ক্ষেন্তিবুড়ির সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? মিনির নামে বুড়ি যেমন চটা, তেমনি মিনিও দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না ওই বুড়িকে। সেই যাদুর খেলা দেখা থেকে আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত বুড়ি মিনির নামে যা' যা' বলেছে, সেগুলো সবই মিনির হাড়ে হাড়ে গাঁথা রয়েছে। কাজেই আজকার এ সুযোগ কখনো ছাড়তে পারে না মিনি।

অতএব সটান মিনি গিয়ে হাজির হলো—ক্ষেন্তিবুড়ির বাড়ী।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে বুড়ি সবেমাত্র জিনিষ-পত্রগুলো ভাল করে' গুছিয়ে রাখ্ছে,—মিনি সোজা ঢুকে পড়ে তার ঘরে।

এ ঘরের কোথায় কি থাকে সব মিনির জানা। প্রথমে ঢুকেই সে হাত্ড়ে হাত্ড়ে কি যেন একটা জিনিষের সন্ধান নেয়। দেখে সেটা ঠিক জায়গা মতই আছে। তারপর বুড়ি কখন শোবে তারি অপেক্ষায় মিনি এসে বসে' থাকে বুড়ির বিছানার একপাশে।

সে সুযোগও শিগ্গিরই মিল্ল মিনির। খানিক বাদেই বুড়ি এলো ঘরে—দাঁতে দিলে মিশি—পায়ের চেটোয় হলো কেরোসিন তেলমালিশ। তারপর আলো নিভিয়ে দেশলাইটা মাথার শিয়রে রেখে, বিছানায় শুয়ে পড়ে বুড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হলো নাক ডাকা—ঘড়ড়্ ঘড়্—ঘড়ড়্ ঘড়্।

বুড়ি ঘুমিয়েছে।

মিনির কী আনন্দ! এবার ছুটে গিয়ে বার করে' আনে মিনি সেই জিনিষটা—একজোড়া হাতে পায়ের বেড়ি। বুড়ির পাগ্লা স্বামীকে যে বেড়ি পরানো হতো সেইটে।

এইবার!

বুড়ি না আজ বিকেলেই এই বেড়ি জোড়ার কথা বলে এসেছে তার মামীকে! এখন?

নিশ্চয় মিনি আজ পরিয়ে দেবে এগুলো বুড়িরই হাতে-পায়ে। যে যেমন দুষ্টু, তার তেমনি শাস্তি!

আর কি? বেড়ি নিয়ে পা টিপে টিপে মিনি উঠে পড়ে বুড়ির বিছানার ওপর। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে খুঁজে নেয় বুড়ির পা দুটো। আল্‌গোছে পরিয়ে দেয় বুড়ির দুটো পায়ে বেড়ি। খুট্‌ করে' দেয় চাবি এঁটে। বুড়ি কিচ্ছু টের পায় না—অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

হাতের জোড়া পায়ের জোড়ার সঙ্গেই লম্বা শেকলে লাগানো। খুব সাবধানে হাত দুটো এক জায়গায় টেনে নিয়ে সে-জোড়াও পরিয়ে দেয় মিনি বুড়ির দুটো হাতে, তারপর তাতেও দেয় বেশ করে' চাবি এঁটে। ঘুমে অসাড় বুড়ি—এসব কিছুই টের পায় না। আরও জোরে নাক ডাকে—ঘড়ড়্‌ ঘড়্‌—ঘড়ড়্‌ ঘড়্‌!

চাবিটা কিন্তু বেশ ভাল করে' ঘরের মধ্যেই এক জায়গায় সাম্‌লে-সুম্‌লে লুকিয়ে রাখে মিনি, যাতে বুড়ি খুঁজে না পায় চট্‌ করে'।

বুড়ি ঘুমুচ্ছে অকাতরে, কিন্তু জাগ্‌লে কেমন মজাটা হয়—তা' না দেখ্‌লে মিনির আর মজাটা কি হলো? তাই সে বুড়ির মাথার শিয়র থেকে বার করে' নেয় দেশলাইটা। পুরোণো পাঁজির কাগজ ছিঁড়ে মেঝেয় জড়ো করে। ফস্‌ করে' দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দেয় তাতে আগুন।

কাগজের আগুন, দাউ দাউ করে' জ্বলে ওঠে। ওদিকে মিনিও সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমি করে' চেঁচাতে সুরু করে—"আগুন! আগুন!!"

বার কয়েক চীৎকার কর্‌তেই—কেঁদে ককিয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে বুড়ি। ঘুমজড়ানো আড়ষ্ট গলায় গোঙরায়—"ওঁ—ওঁ—ওঁ, —আ—আ—আ,—আগুন! আগুন! ওরে, কে কোথায় আছিস রে! এগোরে, বাঁচারে! পুড়ে' মলাম, আগুন! আগুন!!"

আশে-পাশের বাড়ীতে অনেকেরই তখনো খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়নি। আবার কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া সেরে বেশ জট্‌লা করে' গল্প কর্‌ছে।

সবাই চম্‌কে ওঠে—আগুন! তাইতো! কোথায়? কোথায় আগুন? তারপর যে যেখানে ছিল—কেউ বাল্‌তি, কেউ কলসী, কেউ ঘটী—যে যা পেল, নিয়ে ছুট্‌লো বুড়ির বাড়ি।

জান্‌লা খোলা, সবাই দেখে—তারই ভেতর দিয়ে জোর আলো বাইরে এসে পড়েছে। ঠিকই ত! বুড়ীর ঘরের ভেতরেই ত আগুন!

—"ঢালো, ঢালো, জল ঢালো বুড়ির ঘরের ভেতরে!"

এদিকে একদল বল্‌ছে—"খোলো, খোলো, হুড়্‌কো কেটে দরজা খোলো।"

আর একদল বল্‌ছে—"লাগাও ধাক্কা, ভেঙ্গে ফেলো দরজা।"

বাঁচাতে হবে তো বুড়িকে!

বুড়ির চীৎকার, লোকজনের হৈ-চৈ, দরজা ভাঙ্গার দুম্‌দাম্‌—সব আওয়াজগুলো মিলে সে যে কী এক ভয়ানক কাণ্ড, বিচ্ছিরি গোলমাল—তা বুঝিয়ে বলা যায় না কাউকে!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দূরে কাছে—যে যেখানে ছিল ছুটে এলো বুড়ির বাড়ি।

লোকে লোকারণ্য—ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ!

কেউ ভেবেছে ডাকাত পড়েছে, কেউ ভেবেছে চোর ধরা পড়েছে, আবার কেউ ছুটে এলো ব্যাপারটা কি জান্‌তে!

কেটে ভেঙে দরজা খোলা হতেই সবাই হুড়্‌মুড়্‌ করে' ঢুকে' পড়ে ঘরের ভেতর!

কিন্তু ব্যাপার কি? মেঝেয় খানকতক বাজে কাগজ তখনো পুড়ছে। আর ওদিকে বিছানায় বসে' বসে' তখনো চেঁচায় বুড়ি!

জান্‌লা দিয়ে ঢালা জলে বিছানা ভিজে মেজেয় গঙ্গা বইছে, আর বুড়িও ভিজে নেয়ে একশা! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে' সবাই ব্যস্ত করে' তোলে বুড়িকে। বুড়ি কিন্তু কাউকেই কোনো জবাব দিতে পারে না, খালি নাকি সুরে কেঁদে কেঁদে কি বলে—বোঝা যায় না।

—"আর কি ? এবার বিছানা থেকে নেবে এসো বুড়ি ! ব্যাপার ত কিছুই নয় ! কখন ভুলে জ্বলন্ত দেশলাইর কাঠি কাগজের ওপর ফেলেছিলে, ও তারই আগুন ! লোকসান্ তোমার কিছু হয়নি, নেবে এসো !"

বুড়ি সেই বিছানায় বসেই হাত-পা বাড়িয়ে দেখায়—কি করে' নাব্‌বে, হাতে-পায়ে যে বেড়ি !

—"বেড়ি ?"

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—"বেড়ি কেন ? কে পরিয়ে দিলে তোমায় বেড়ি ?"

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন মুখফোঁড় লোক বলে' ওঠে—"ও আমরা জানিই বুড়ি, আজকাল তোমার বেড়িরই দরকার। মাথার যা অবস্থা !"

কেউ বলে—"শেষকালে সোয়ামীর দশা তোমারও ঘটলো বাছা ? আজই না তুমি মিনিদের বাড়ী এই গল্পই করে' এলে ?"

আবার কেউ বলে—"আহা, কথা রাখ, ধরে' নামা ! বুড়োমানুষ, জলে ভিজে আমসত্ত্ব হয়েছে !"

সত্যি ! হাসিও পায়, দুঃখুও হয় বুড়ির অবস্থা দেখে !

যাই হোক, কিন্তু কি করে' এমনটা হলো ? কে পরিয়ে দিলে বুড়িকে এগুলো ? ঘরে চোর ঢুকেছিল কি ?

দেখো, দেখো, সে তবে বেরিয়ে যেতে পারেনি এখনো। খিল তো ভেতর থেকে আঁটাই ছিল। নিশ্চয়ই আছে কোথাও ঘরের ভেতরই লুকিয়ে।

খোঁজো খাটের তলায়, খোঁজো তক্তপোষের নীচে, হাঁড়িকুড়ির পেছনে, বিছানা-বালিশের গাদায় !

নাঃ, কেউ ত কোথাও নেই।

তবে ?

সবাই বলে—"তবে আর ও সব খুঁজে লাভ নেই। এইবার পরিয়ে দাও ত বুড়িকে একখানা শুক্‌নো কাপড়। আর হাতে-পায়ের বেড়িগুলোও খুলে দাও অমনি।"

চাবি ?

তাইতো চাবি ?

বুড়ি বলে—"চাবি তো এই বেড়ির সঙ্গেই লাগানো থাকতো।"

—"হ্যাঁ, তবে আর সে পাওয়া গেছে। চোর কি আর তুমি খুল্‌বে বলে' চাবিটা ওর সঙ্গে লাগিয়ে রেখে গেছে ?"

—"তবু দেখো, দেখো! এখানে ওখানে পড়ে' থাকৃতেও ত পারে!"

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। চাবি পাওয়া গেল না। কি করে' খোলা হবে এখন বেড়ি ? ভাঙা বা কাটা ছাড়া ত আর উপায় নেই! কামারশালায় যেতে হয় তবে বুড়িকে।

সে কি আর এই রাত্তিরে সম্ভব ?

সবাই বলে—"আজ রাতটা যেতে দাও কোনোমতে, কাল সকালে ওটা কাটিয়ে নেওয়া হবে, বুড়িকে নরু কামারের কামার-শালায় নিয়ে গিয়ে।"

যাই হোক' ওই অবস্থাতেই বুড়ির কাপড়-চোপড় পাল্টে দেওয়া হলো, আর সেই সঙ্গে বিছানা-বালিশগুলোও।

বুড়িকে আর একলা ঘরে রাখা উচিত হবে না। হয়তো বা বুড়ির হাত পা বেঁধে পুড়িয়ে মার্‌বারই মতলব করেছিল।

কেউ বলে—"না হে, এ সেয়ানা চোরের কাণ্ড! বুড়ির হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে, তার ঘরের যা' কিছু চুরি করে' নেবার মতলব!"

আবার কেউ বলে—"যাই বলো, বুড়ির হরিনামের ঝুলিতে যে কিছু টাকা-পয়সা জমেছে, চোরগুলোও এ সন্ধান রাখে।"

রমেশ আর যাদব—গাঁয়ের দুজন জোয়ান ছেলে—তারাই আজ রাতটা বুড়িকে আগ্‌লাবে,—এই ঠিক হলো।

আর নয়, ঢের হয়েছে! যারা যারা লাগ্‌তো মিনির সঙ্গে, মিনি আজ তাদের সবাইকে আচ্ছা শাস্তি দিয়েছে! কাউকেই রেহাই দেয়নি, চূড়ান্ত নাকাল করেছে সবাইকে আজ মিনি।

সব সময় সবাইকে তাদের মুখের মতো জবাব দিতে পারে না বলেই না, তারা যখন তখন খুসীমতো বাহাদুরী নেয় মিনির ওপর! ভাবে,—ভারী ত বাপ-মা-মরা একটা ছোট্ট মেয়ে। তাতে আবার মামীর দু'চোখের বিষ! তাকে আবার ভয়টা কিসের?

ঠিকই ত! মামীর জন্যে ত মিনিও পারে না তাদের কিছু বল্‌তে। কিন্তু হ্যাঁ, আশ মিটিয়ে যদি তাদের সে কথার জবাব দিতে পায়, ত দেয় সে এমনি ক'রেই।

এক এক জনের নাকানি-চোবানির কথা, আর তাদের সেই ব্যাকুল চীৎকার মনে পড়ে মিনির, আর ভারী আমোদ পায় সে।

আর না, অবসাদে মিনির পা দু'টো এবার পড়ে ঝিমিয়ে, গা যেন পড়ে ঘুমিয়ে। সেই দুপুরের পর থেকে একটা ঝড় বয়ে' গেল মিনির ওপর দিয়ে!

সত্যি! মামী আজ তাকে খু-উ-ব মেরেছে! ঘাড়ের কাছটা ফুলে উঠেছে পাউরুটির মতো, হাত লাগ্‌লে কন্‌কন্ করে ওঠে।

কাল মামা আস্‌ছেন সহর থেকে! সে কথা ভেবেই মিনির মনে খুসীর শেষ নেই! মামা এসে সবার মুখেই ত শুন্‌বেন—গাঁয়ে

কতো কি ঘটে' গেল! মিনিও কাল অবাক্‌ হ'য়ে শুন্‌বে সবার কাছে এসব ঘটনার কথা, যেন সে কিছুই জানে না।

মিনি যে হারিয়ে গিয়েছিল, সে কথাও ত শুন্‌বেন মামা। যখন তিনি শুধোবেন—"কাল তুই কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলি মা?" তখন তিনি কি জবাব দেবে? আর সত্যিই ত! কি ব'লে সে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে আবার? গাঁয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে' যাবে না, মিনিকে পাওয়া গেছে বলে?

আশ্চর্য! জ্বলজ্যান্ত অমন একটা মেয়ে বেমালুম উবে গেল গাঁ থেকে, তাই কি কারো একটু মাথাব্যথা আছে? মামী কিনা, মিনির মা হ'লে হয়ত সারারাত বসে' বসে' কাঁদতেন।

মামাই কি থির থাকৃতে পার্‌তেন? রামধনকে সঙ্গে নিয়ে সারাটা পাড়া না তোল্‌পাড় করে' তুল্‌তেন!

মাধু-মাসী হয়ত সত্যিই কাঁদ্‌ছেন ওর জন্যে! ওকে খুবই ভালবাসেন কিনা! মিনির ইচ্ছা হয়, যায় সে একবার মাধু-মাসীর বাড়ী। বড় ভালো মানুষ মাধু-মাসী! আহা, তাকে দুঃখ দিয়ে ত লাভ নেই।

কিন্তু সেখানে যাবারই বা যো কোথায়? চোখে ত আর দেখ্‌তে পাবেন না তিনি, খালি কথা শুন্‌বেন মিনির।...সে যে আরো ভয়ানক! তিনিও যদি আবার চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ী মাথায় করে' তোলেন!

কাজ নেই গিয়ে সেখানে!

শান্তিদের বাড়ী একবার যাবে মিনি। শান্তি যে তার সব চেয়ে প্রাণের বন্ধু। সে ত ভুল্‌তে পার্‌বে না অতো সহজে মিনিকে হারানোর শোক! শান্তি কাঁদবে খুব! শুয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে' হয়ত এখনো কাঁদছে সে!

কিন্তু সেখানেও ত সেই একই সমস্যা! চোখে ওকে দেখ্‌তে পাবে না শান্তি, অথচ ওর কথা শুনতে পেলে সে-ও ভয় পাবে খুব!

কাজ নেই, বাড়ীতেই যাবে সে ফিরে। এখনো সবাই জেগে আছে সেখানে। রাত ত আর খুব বেশী হয়নি!

হন্ হন্ করে' ছুট্‌লো মিনি বাড়ীর দিকে।

গাঁয়ের সব বাড়ীতেই মিনির কথা নিয়েই সোরগোল পড়ে গেছে, জট্‌লা হচ্ছে বেশ! মিনির চলাটা আস্তে হয়ে যায়। সবার মুখেই আজকের সব আজগুবি ঘটনার অদ্ভুত বর্ণনা! ইনিয়ে বিনিয়ে বানিয়ে বানিয়ে তারা যা বলাবলি করছে—তার অনেক কথাই মিনির কানে এলো!

কান খাড়া রেখে পা টিপে টিপে চলতে সুরু করে মিনি। একটা বাড়ীতে স্পষ্ট শুনলে কারা যেন বলাবলি কর্‌ছে—"অতটুকু একটা মেয়ে, এমন ভাবে কোথায় যে হারিয়ে গেল, কেউ তার খোঁজ নিলে না গা? আহা, বাপ-মা-মরা মেয়েটার কী খোয়ার।" মামীটা কিন্তু বেচারীকে একটু সুখ-সোয়াস্তি দেয়নি।"

মিনির বুঝতে বাকি থাকে না—এ তার কথাই হচ্ছে! এমন দরদ, অতখানি সহানুভূতির কথা মিনির মনটাকে দেয় দুলিয়ে। জল আসে তার দু' চোখ বেয়ে। পথ চল্‌তে ঝাপ্‌সা দেখে সব কিছুই। আবার তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে চলে মিনি।

......বাইরের দরজা খোলাই ছিল।

সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ে মিনি। দেখে দাওয়ায় বসে' আছেন মামী, আছেন নিতাইখুড়ো, বিষ্টুবুড়ো, গণ্‌শা, পটল, আরো অনেকে।

বেচারী রামধনও গালে হাত দিয়ে বসে' আছে এক পাশে—মুখটি নীচু করে'। মিনি তার কাছে গিয়ে ভাল করে' দেখে তার চোখে জল। সত্যি, মিনির 'পরে রামধনের বড্ড মায়া। কিন্তু এ বাড়ীতে আর কারো নয়।

নিতাই খুড়ো বলেন—"তাহ'লে ওই কথা রইলো,—তুমি আজ আর এ নিয়ে বেশী চিন্তা করো না। কাল সকালেই আমরা

সবাই গিয়ে ওই যাদুবুড়োকে ডেকে নিয়ে আস্‌বো। দেখেছো ত মস্ত ওস্তাদ ওই যাদুবুড়ো। ও ঠিক বাৎলে দিতে পারবে—কোথায় গেল মেয়েটা! আর এসব ভুতুড়ে ব্যাপারই বা ঘট্‌ছে কেন, তাও ঠিক ঠিক বলে দেবে ওই যাদুবুড়ো। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বুড়ো আজ যায়নি, গঞ্জের ওই আটচালাতেই রয়েছে। যাবে—কাল সকালে। আমরা তার আগেই গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌বো।”

করুণ ভাবে মামী বলেন—“তারই ব্যবস্থা করুন, নইলে যে আমার মুখ দেখানো ভার হলো। শুন্‌ছেন ত, মাধু-ঠাকুরঝি মুখের ’পরে বলে গেলেন এই মাত্তর—আমার যন্ত্রণাতেই নাকি মেয়েটা বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে। আবার কেউ কেউ নাকি এসব কথাও বল্‌ছে—মামী কিনা, হয়ত বা মেরে ফেলে ‘গুম্‌’ করেছি ওকে। তারই অপদেবতা নাকি আজ এ বাড়ীতে এত অত্যাচার কর্‌ছে। কিন্তু ভগবান জানেন,—আমিও ত ছেলের মা—”

বাধা দিয়ে নিতাই খুড়ো বলেন—“থাক্‌ থাক্‌, ও সব লোকের কথায় কান দিলে চল্‌বে কেন? তুমি নিশ্চিন্তি থাকো বউ, কাল আমরা এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কর্‌বো। আজ রাত ঢের হয়েছে, তুমি এখন ঘুমোও তো গিয়ে।”

হতাশার স্বরে মামী বলেন—“এর একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ঘুম কি আর আসবে চোখে?”

মিনি তো সবই শুনছিল—মামীর কথা শুনে কেমন যেন কষ্ট হলো তারও।

শুনে গণ্‌শা পটল সব চ্যাংড়ার দল একসাথে বলে’ ওঠে—“কালকের জন্যে আর দেরী করে’ কি লাভ? তার চেয়ে আজই চলনা কেন আমরা বুড়োকে ডেকে আনি এখানে! আজ রাতেই ব্যাপারটার বোঝাপড়া হ’য়ে যাক্‌।”

বিষ্টুবুড়ো বলেন—“নারে বাপু, মিছেই এতো উতলা হচ্ছিস্‌

তোরা। বুড়ো মানুষ, এই রাত্তিরে হয়ত শুয়ে একটু ঘুমিয়েছে, এখন গিয়ে তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। বরং কাল সকালেই গিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ডেকে এনো তাকে।”

গণ্শা বলে—“সে হবে না, আজ রাতেই আমরা যাবো। ভোরে উঠে কখন বুড়ো কোন্ ফাঁকে ভেগে পড়্বে তার ঠিক নেই। তখন একুল-ওকুল দুই-ই হারাবো। আর তা'ছাড়া, পটল বল্ছিল—”

কথা শেষ করে না গণ্শা। একটু ইতস্ততঃ করে' থেমে যায়।

নিতাই খুড়ো প্রশ্ন করেন—“কি বল্ছিল পটল, বল না? অমন থেমে গেলি কেন?”

—“কিরে পটল! কি বল্ছিলি তুই?

পটল কি যেন বল্তে চায়—

গণ্শা বলে—“ও বল্ছিল—এই মিনির হারিয়ে যাওয়া ব্যাপারে নিশ্চয় ওই বুড়োর কোনো হাত থাক্তে পারে। মনে হয় বুড়োই চুরি করে' নিয়ে গেছে মিনিকে।”

“খেলা দেখ্তে যাবার সময়ই বৌ ওরে ঘরে আট্কে রেখে গেছে, ফের সেখান থেকে এসেই দরজা খুলে দেখে ভেতরে সে নেই। এর মধ্যে বুড়োই বা এলো কখন? আর মিনিকেই বা চুরি করলে কখন?—অসম্ভব!”

গণ্শা বাধা দিয়ে বলে—“না জ্যাঠা,—অত সহজ নয় ব্যাপারটা। দেখ্লে ত বুড়ো যাদুকরের কাণ্ডকারখানা! কত সব আজ্গুবি আজ্গুবি খেলাই না দেখালে। চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন। অমন অদ্ভুত খেলা যে দেখাতে পারে, তার আর অসাধ্যি কি?”

নিতাই খুড়ো সায় দিয়ে বলে—“তা বটে, গোড়াতে আমারও একটু সন্দেহ জেগেছিল। তবে কিনা, কি মতলবে বুড়ো চুরি কর্তে

যাবে মিনিকে। আর মেয়েটা যে এই বাড়ীরই একটা ঘরে বন্ধ রয়েছে, সে-খবর দিলেই বা কে বুড়োকে! বুড়ো হয়ত সত্যিই এর কিছু জানে না।"

গণ্শা বলে—"না খুড়ো, ও বুড়ো সবজান্তা! ও জানেনা এমন কিছুই নেই। আর অসাধ্যি কাকে বলে তাও ওর অজানা! তোমরা যা-ই বলো, আমার বিশ্বাস, বুড়ো ঠিক তার কাছেই লুকিয়ে রেখেছে মিনিকে। আর যত সব দত্যি-দানাকে লেলিয়ে দিয়েছে—গাঁয়ে এই সব দৌরাত্ম্যি করে' বেড়াতে। এই মাত্র শুন্‌লাম, ক্ষেন্তি-বুড়ির ঘরের ভেতর কে লাগিয়ে দিয়েছে আগুন, আর হাতে-পায়ে পরিয়ে দিয়েছে তার সোয়ামীর আমলের লোহার বেড়ি। কে আর দেবে বলো? এও নিশ্চয় ওই বুড়োরই কাণ্ড!"

গরম হ'য়ে ওঠে পটল। চড়া গলায় বলে—"গণ্শা, চল্‌না দল বেঁধে আমরা গিয়ে এখুনি বুড়োকে পাকড়াও করি। ওসব যাদুর ভেল্কি আমাদের কাছে খাট্‌বেনা। অমন যাদু আমরা ঢের দেখেছি। কোঁৎকা হাঁকড়ালেই যাদু-টাদু সব উবে যাবে। কেমন সে মিনিকে বার করে' না দেয় দেখি চল্।"

গণ্শা বলে—"বেশ চলো। আমি ত আগেও বলেছি—যে যেমন তার সঙ্গে সেইমত ব্যবহার। ভালোয় ভালোয় বুড়ো যদি মিনিকে বার করে' দিয়ে গাঁ ছেড়ে' চলে না যায়, তাহ'লে সেই রকম ব্যবস্থাই কর্‌তে হবে। গাঁয়ে বসে' সবার বাড়ী এই রকম অত্যাচার করে' বেড়াবে বুড়ো, আর নির্বিবাদে তাই সইব আমরা? কথ্খনো নয়!"

শুনে সব চ্যাংড়ার দল মহা উৎসাহে হৈ হৈ করে' ওঠে। সবাই বলে—"চলো, এখ্খুনি যাব বুড়োর কাছে, আর একতিল দেরী করা চলবেনা!"

হৈ হৈ করে' একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে ছুট্‌লো সবাই গঞ্জের দিকে। বুড়োকে পাক্‌ড়াও কর্‌তেই হবে।

নিতাই খুড়ো আর বাধা দিলেন না। বল্‌লেন—"বেশ, ওরা আসুক তবে ফিরে বুড়োর কাছ থেকে, শুনি কি বলে বুড়ো, তারপর যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে, ততক্ষণ না হয় আমরা অপেক্ষাই করি এখানে।"

বিষ্টু বুড়োও বসে রইলেন।

রামধন ওদের সঙ্গে যাবে বলে তৈরী হয়েছিল, মামী বারণ করতেই সে আর গেল না।

মিনি দেখে মহা বিপদ !

এই রাত্তিরে সবাই গিয়ে বিরক্ত করবে তো যাদুবুড়োকে। হয়ত এইমাত্র দুটি খেয়ে বুড়ো সবে একটু ঘুমোবার জোগাড় করছে, এরা গিয়ে তার সারাদিনের পরিশ্রমের পর অমন আরামের ঘুমটি একেবারে মাটি করে' দেবে। হয়ত বা জোর-জুলুমও খাটাতে চাইবে যাদুবুড়োর ওপর !

ভারী চিন্তা হয় মিনির। তাইতো, কি করবে সে এখন ! ওদের বাধা না দিলে, ওরা বুড়োকে ত কিছুতেই রেহাই দেবে না !

ঠিক !

ওদের বাধা দিতেই হবে ! বুড়োর ওপর যাতে কোনো অত্যাচার না করতে পারে, সে ব্যবস্থা মিনিকেই করতে হবে।

তখ্‌খুনি ছুট্‌লো মিনি ওদের পেছন পেছন।

হনহনিয়ে চলেছে সবাই গঞ্জের দিকে। আগে আগে চলেছে গণ্‌শা, তারই হাতে লণ্ঠনটি। পেছন পেছন আর সবাই।

পটল বলে—"জানিস্ গণ্‌শা, সহজে ছাড়্‌লে চল্‌বে না বুড়োকে। না আস্‌তে চাইলে চ্যাংদোলা করে' নিয়ে আস্‌বো কিন্তু !

তাইতো! দৌড়োলে হাব্‌লা ত কিছুতেই পেরে উঠবে না ওদের সঙ্গে। নেহাৎ ছোট ছেলে কিনা! বেচারা হাব্‌লা!

গণ্‌শা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠে—"পারবি না ত আস্‌তে গেলি কেন আমাদের সঙ্গে! ওঃ! বীর ছেলে! এসেছিল বাহাদুরী দেখাতে! পালাতে পার্‌বি নি ত' থাক্‌ এখানে।"

কোনো জবাব দেয়না হাব্‌লা। গণ্‌শাকে আঁকড়ে ধরে, খালি কাঁদতে থাকে সে।

বিল্টু যতটা ভয় পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী আফ্‌শোষ্‌ ওর লণ্ঠনটার জন্যে। সে দেখে হাওয়ায় নেচে নেচে চলেছে ওর লণ্ঠনটা। সাম্‌নের ওই মোড়টার কাছে একটা ঝোপের মত। তারি ডান ধারে একটা নোয়ানো শ্যাওড়া গাছ। লণ্ঠনটা ধীরে ধীরে ওঠে গিয়ে তারি একটা ডালে, আর ঝুলতে থাকে সেখানে।

সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে লণ্ঠনটা আর নড়াচড়া করে না, শুধু একভাবেই ঝুলছে।

বিল্টুর সঙ্গে যদি সবাই যেতো, তাহ'লে সে যেমন করেই হোক, ওখান থেকে পেড়ে নিয়ে আস্‌তে পার্‌তো লণ্ঠনটা। কিন্তু কেউ কি আর শুন্‌বে তার সে অনুরোধ? উল্টে তাকেই ফেলে পালাবে হয়ত সবাই।

আবার এদিকে লণ্ঠনটা ওখানে ফেলে শুধু হাতে বাড়ী ফির্‌লে তার বাবাই কি আস্ত রাখ্‌বে তাকে? মেরে চিতিয়ে ফেল্‌বে মাটিতে। এখন কি তার করা উচিত? ভেবে আকুল হয় বিল্টু। সে শুধু সবাইকে অনুরোধ করে—"আমায় ছেড়ে তোমরা কেউ পালিয়ে যেওনা। লণ্ঠনটা আমার নিয়ে গেল যে! কি হবে? এখন উপায়?"

পটলের সাহস হঠাৎ একটু বেড়ে যায়। সে বলে—"দু'জন তোরা কেউ আমার সঙ্গে আয়,—আমিই আন্‌ছি ও লণ্ঠনটা। কি

আর করবে ভূতে ? এতগুলো লোক থাকতে ভূতকে আর ভয় কি ? তোরা সবাই মিলে 'রাম-নাম' কর।"

মনে মনে বিড়্ বিড়্ করে' হাব্লা এতক্ষণ 'রাম-নাম'ই জপ্-ছিল, পটলের কথায় এবার সে জোরে জোরেই 'রাম রাম' বল্তে সুরু করলে।

পটলের কথা শুনে বিল্টুরও উৎসাহ বেড়ে যায়, সে প্রায় জুলুম করে' বলে—"হাঁ চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। লণ্ঠনটা না নিয়ে গেলে, বাবা—"

কেঁদে ফেলে বিল্টু।

এতক্ষণে সবার মনেই বেশ একটু সাহস ফিরে এসেছে। এক পা, দু'পা করে' আস্তে আস্তে পুরো দলটী এগোতে লাগ্লো সেই শ্যাওড়া গাছটার দিকে।

হঠাৎ ওকি ? শ্যাওড়া গাছটা একটু কেঁপে উঠ্লো যেন।

সড়্ সড়্ করে' নড়ে' উঠ্লো তার ডাল-পালাগুলো, যেন ঝ'ড়ো হাওয়া এসে লেগেছে শুধু ওই শ্যাওড়া গাছটায়। তারপর হাওয়া দিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে আস্তে লাগ্লো লণ্ঠনটা ঠিক তাদের দিকে।

আর যায় কোথা!

এবার গোটা দলটাই গেল ভড়্কে। কেউ আর কারো কথা ভাব্বার অবসর পেল না। নিজের নিজের প্রাণ নিয়েই সবাই ব্যস্ত। যে যত জোরে পারল, ছুটে পালালো বাড়ীর দিকে।

ছোট ছেলে হলেও হাব্লা কিন্তু পেছনে পড়েনি

একটুও। সবার সঙ্গে পাল্লা রেখেই—সমান সমান দৌড়োচ্ছে সে। গণ্শা আর পটল কিন্তু সবার আগেই।

মিনি দেখে আর ভাবে—তাই তো, নেতাজীর দেশের ছেলে হয়েও এরা এতখানি ভীতু! প্রাণের ভয়ে সবাই পালিয়ে বাঁচলো। যাক্, এবার তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আর ফির্ছে না কেউ পথে। যাদুবুড়ো বেশ আরামেই ঘুমুতে পার্বে রাতটা। আর কেউ তাকে বিরক্ত কর্তে যেতে সাহস পাবে না।

ধীরে ধীরে লণ্ঠনটা হাতে ঝুলিয়ে চলে মিনি এবার বাড়ীর দিকে।

ফটকের সাম্নে ছোট মাঠটার এ পাশে শেঁয়াকাঁটার জঙ্গল, তার ধারে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রেখে মিনি ধীরে ধীরে ঢোকে বাড়ীর ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে মিনি দেখে সেখানে ভারী হুলুস্থূল। ছেলের দলের সবাই দাওয়ায় বসে' হাঁপাচ্ছে—আর মামী, নিতাই খুড়ো, বিষ্টুবুড়ো তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্ছেন—
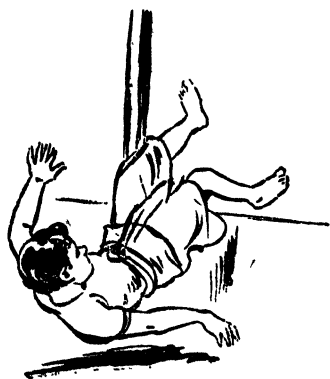
"কি হয়েছে?—রাস্তায় কি নতুন কিছু ঘটেছে?—অমন করে' ছুটে এলি কেন বল?"

কেউ কিছু জবাব দিতে পারে না ভাল করে'। ভাঙা ভাঙা, ছেঁড়া ছেঁড়া কথায় সবাই বোঝাতে চায় ব্যাপারটা, কিন্তু আসল ঘটনাটা মোটেই তাতে খোলসা হয় না।

হঠাৎ ও আবার কি? গণ্‌শাটার আবার ও কি হলো? ওঁ-ওঁ কর্‌তে কর্‌তে গণ্‌শা ধড়াস্‌ করে' পড়ে যায় বারান্দা থেকে নীচের উঠোনে। মূর্চ্ছো গেছে গণ্‌শা!

সবাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধ'রে ওঠাতে গেল গণ্‌শাকে। এ আবার কি হলো গণ্‌শার? আগে থেকেই কি ভীর্‌মির ব্যারাম ছিল ওর?

আসলে বেচারা মুখে যত বড়াই করুক, মনে মনে কিন্তু ভারী ভীতু। সবাই মিলে—কেউ করে হাওয়া, কেউ চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে লাগ্‌লো ওর শুশ্রূষা কর্‌তে। পরে দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে তার ওপরে শুইয়ে দেয় গণ্‌শাকে। অনেকক্ষণ লাগ্‌লো গণ্‌শার হুঁস্‌ ফিরে আসতে।

ততক্ষণে মিনি ওদের একপাশে এসে দেখ্‌ছে সবার কাণ্ড-কারখানাটা। মিনি ভেবেই পায় না, এইটুকু সাহস নিয়ে কি করে' ওরা যাদুবুড়োকে জব্দ কর্‌বার মতলব আঁটে? সত্যিই ওরা যাদুবুড়োর ক্ষমতা যে কত সেটা টের পায় নি।

প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্‌বার পালা এবার।

হাব্‌লা সবচেয়ে ছোট ছেলে। সেই বেশ ফলাও করে' বল্‌লে সবাইকে গোড়া থেকে সব ঘটনাটা। মুখ দিয়ে যেন খৈ ফুট্‌লো হাব্‌লার।

শুনে মামীই কিন্তু বেশী ভাবনায় পড়েন।

নিতাই খুড়ো বলেন—"বারণ কর্‌লাম তোদের—আজ রাত্তিরে না-ই বা গেলি। কাল সকালে গেলেই মিটে যেতো। তা শুন্‌লি না তো কথা, তিড়িং পিড়িং করে' লাফিয়ে গেলি সবাই। এখন বুঝ্‌লি ত মজাটা।"

সে কথার কেউ আর কোনো জবাব দেয় না।

রামধন বোধকরি মিনির খোঁজে ফের কোথাও গিয়েছিল। এলো সেও ফিরে।

রামধন বলে—"মা, আসতে দেখলাম—একটা লণ্ঠন রয়েছে আমাদের ফটকের ধারে শেঁয়াকাঁটার জঙ্গলে। কে রেখেছে লণ্ঠনটা ওখানে ?"

বিল্টু লাফিয়ে ওঠে। বলে—"লণ্ঠন ?--কোথায় লণ্ঠন ? কেমন লণ্ঠন ? চিমনিটা ওপরের দিকে একটু ফাটা কি ?"

উস্‌খুশ্‌ করে' বিল্টু। একবার নিজের চোখে লণ্ঠনটা দেখে আস্‌বে বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

সবাই জোর করে' ওকে বসিয়ে দেয়।

রামধন বলে—চিমনিটা ঠিক ফাটা কিনা ভাল করে' লক্ষ্য করিনি। তা ফাটা হ'তে পারে বৈ কি ? হ্যাঁ, ফাটা বলেই যেন মনে হলো।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে বিল্টু বলে—"ওটাই তবে আমার লণ্ঠন। আমি নিয়ে আস্‌ব লণ্ঠন। লণ্ঠন না নিয়ে গেলে, বাবা আমায়—"

দু'পা বাড়িয়েই কাঁদো কাঁদো হয়ে থম্‌কে থামে বিল্টু।

বিষ্টুবুড়ো বলে—"তবে, আমি বাড়ী যাচ্ছি, যদি লণ্ঠন নিবি ত আয় আমার সঙ্গে।"

উঠে পড়ে বিষ্টুবুড়ো। বিল্টুও গুটি গুটি চলে তার সঙ্গে লণ্ঠত আনতে।

আর কারো কিন্তু নড়্‌বার কোনো রকম সকম দেখা গেল না। গণ্‌শার ত এখনো হুঁসই হয়নি। হয় ত বা ঘুমুচ্ছে ও। দু'চোখ বুঁজে পড়ে রয়েছে মাদুরটায়।

বিষ্টুবুড়োর সঙ্গে বিল্টু বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে বিল্টু ফিরে এল একাই, লণ্ঠন আনেনি সে।

সবাই প্রশ্ন করে—"লণ্ঠন কোথায় ? পেলি লণ্ঠন ?"

বিল্টু বলে—"জ্যাঠা আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন না সেই জঙ্গলের ভেতর। একা আমিও সাহস পেলাম না সেখান থেকে লণ্ঠন আন্‌তে।"

সবাই প্রশ্ন করে—"জ্যাঠা কোথায়, বাড়ী চলে' গেলেন নাকি ?"

বিল্টু বলে—"হ্যাঁ।"

সবাই বলে—"কি বল্লেন জ্যাঠা ?

বিল্টু বলে—"জ্যাঠা বল্লেন—পথের পাশে হ'লে হতো। অতদূরে ওই জঙ্গলের ভেতরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। দেখ্‌ছিস্ ত আজকের সব কাণ্ড-কারখানাগুলো ? আজ বাড়ী ফিরে যা, কাল খুব সকালে এসে নিয়ে যাস লণ্ঠন ওখান থেকে।"

নিতাই খুড়ো বলেন—"ঠিক্ কথাই। কাজ কি বাবা, আজ রাতেই ওই লণ্ঠন আন্‌তে গিয়ে ? কাল সকালে আন্‌লেই চল্‌বে। কি জানি কিসে কি হ'য়ে যাবে ফের। বলি, প্রাণের চেয়ে ত আর ওই লণ্ঠন বড় নয়।"

সবাই বলে—"ঠিক বলেছে—সত্যি কথা।"

বাধ্য হয়ে চুপ করে' যায় বিল্টু।

নিতাই খুড়ো বলেন—"আমিও এবার বাড়ী চলি। কে কে বাড়ী যাবি তোরা, আয় আমার সঙ্গে! রাত ঢের হয়েছে।"

তারপর মিনির মামীকে বলেন—"তাহ'লে কাল সকালে গিয়েই ডেকে আন্‌ব আমরা যাদুবুড়োকে। আজ রাতে যাওয়াটা আদপেই ভালো হয়নি, কি বল বউ ?"

নীরবে মাথা নাড়েন মিনির মামী।

বিল্টু বলে—"আমি বাড়ী যাব না। লণ্ঠন না নিয়ে গেলে বাবা ভীষণ রাগ কর্‌বেন, খুব বক্‌বেন আমায়। রাতে আজ আমি এখানেই থাক্‌বো, সকালে লণ্ঠন নিয়ে তবে বাড়ী যাব।"

সবাই বলে—"তাই থাক্। গণ্শাও রইল, ও এখন একটু আরাম বোধ করছে মনে হয়। বেশ ঘুমোচ্ছে ও। আচ্ছা কাল সকালেই তোরা বাড়ী যাস্ দুজনে। সেই ভাল।"

নিতাই খুড়োর সঙ্গে বাড়ী চলে গেল সবাই।

বারান্দায় ঠায় বসে' রইলেন মামী। বিল্টুও বসে রইল গণ্শার একপাশে। ফটকের ফাঁকে উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে লণ্ঠনটার ওপর নজর রাখ্বে বলে' ঘুমোতে চায় না সে। জেগেই কাটাবে সারাটা রাত।

মিনির মনে একবার দয়া হলো বিল্টু বেচারীর জন্যে। ভাবলে, এনে দেয় লণ্ঠনটা ওকে। কিন্তু তাতে ত ফল খারাপই হবে। শেষে লণ্ঠনটাকে আস্তে দেখে' সে-ও না মূর্চ্ছো যায়। তাই, লণ্ঠনটা আর আন্লে না মিনি।

ঘরের একপাশে মিনির জন্য একটা ছোট্ট তক্তপোষ। আর একটুও এসব ভাল লাগেনা মিনির, চুপচাপ গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়।

ভোরের আলোয় সারা ঘর ভ'রে গেছে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে মিনি। রমা-লিলি-খোকন তখনও ঘুমোয়। মামী বিছানায় নেই, কখন্ বা উঠে বাইরে গেছেন।

মিনিও উঠে বাইরে আসে।

দেখে—মামা দাওয়ায় বসে'। দুচোখ তার জবাফুলের মতো রাঙা। তাঁর চোখ দেখেই মিনি বুঝতে পারে—মামা সারারাত ঘুমোতে পারেন নি।

কি করে'ই বা ঘুমোবেন? চিন্তা ত আর কম নয়? নিজের কাজের জন্যে দুঃখে-ক্ষোভে জ্বল্‌ছেন তিনি।

বিল্টু, গণ্‌শা কখন্ বাড়ী চলে' গেছে।

একটু বাদেই নিতাই খুড়ো এলেন। বলেন—"আমি যাদু-বুড়োকে বলে' এলাম, বুড়ো এখুনি আস্‌ছে! আমার মুখে সব কথা শুনে' খুবই অবাক্ হ'য়ে গেল বুড়ো। বলে—গাঁয়ে এত বড় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, আমি গাঁয়ে রয়েছি, কেউ আমায় একটা খবরও দিলে না?'—বড় ভাল লোক বুড়ো, এসব বিষয়ে ওকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। আর সত্যিই বুড়োর বেশ ক্ষমতাও আছে বলে মনে হয়। আমার খুব বিশ্বেস আছে ওর উপর, ও ঠিক পার্‌বে এর একটা ব্যবস্থা করে' দিতে। ওস্তাদ ত কম নয়!"

মামী শুধু শুক্‌নো মুখখানা একবার তোলেন। ধীরে ধীরে বলেন—"আহা, আমার মুখ রক্ষে হয় তা হ'লে।"

যাদুবুড়ো আস্‌ছে এ বাড়ীতে। মিনিকে সে বার করে দেবে। কথাটা সারা গাঁয় ছড়িয়ে পড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে। একটু বাদেই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষে বাড়ীখানা ভরে' গেল।

মাধুমাসী এলেন হন্তদন্ত হ'য়ে, শান্তি এলো হাঁফাতে হাঁফাতে, চিনু এলো লাফাতে লাফাতে। গৌরী গীতু আরো অনেকেই এলো।

সবারই মুখের ভাবটা হলো—"কি হয়! কি হয়!"

একটু পরেই যাদুবুড়ো এলো গদাই লস্করী চালে। মাথায় তার মস্ত পাগড়ী, পিঠে সেই রঙ্‌বেরঙের তালিমারা প্রকাণ্ড থলে, আর সঙ্গে সেই ইয়া বড়ো বড়ো চার চারটে কুকুর।

পিছন পিছন এলো তার পাড়ার যতো ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে !

যাত্নবুড়োকে বস্‌তে দেওয়া হ'লো দাওয়ায় একখানা মাত্নর পেতে। মাত্নরটাতে বসে'ই বুড়ো বাড়ীটার এদিক ওদিক দেখলে একবার। মনে হ'লো সে যেন কাকে খুঁজছে।

মিনিও ত এসব দেখ্‌ছিল। কাজেই বুঝতে পেরে সে-ও এলো সামনে এগিয়ে—সকলের চোখের আড়ালে। বুড়োর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই বুড়ো একটু হাসে মুখ টিপে।

নিতাই খুড়ো মুরব্বি মানুষ, ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করেন—"কি ওস্তাদ, হাস্‌ছো যে ? পার্‌বে ত তুমি মেয়েটাকে বার করে' দিতে ? খুসী করে' তোমায় বকশিস দেওয়া হবে। আহা, বাপ-মা-মরা মেয়ে, মামার বড় আদুরে ! আজই আস্‌ছেন তিনি সহর থেকে, সেজন্যে কোনো চিন্তা নেই তোমার।"

যাত্নবুড়ো বলে—"না, চিন্তা আমার সেজন্যে কিছুই নেই। বক্‌শিস্ আমি নেব না মোটেই। হাস্‌ছি এই ভেবে যে, কতো বড় ভুল তোমরা করেছ এতদিন ধরে'।—ওই যে মেয়ে, ওই হবে গাঁয়ের লক্ষী মেয়ে ! ওরই জন্যে শুধু এবাড়ী কেন, সারা গাঁ'টা একদিন কর্‌বে ঝলমল্। লোকের সুখ-শান্তি আর ধর্‌বে না। আর সেই মেয়েকেই তোমরা কিনা গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও ?"

মিনির মামীকে লক্ষ্য করে' বুড়ো আবার বলে—"এ বাড়ীর মা ঠাক্‌রুনকেও বলি,—ত্থাখো মা, তুমি হ'লে এ বাড়ীর গিন্নি-মা।

তোমারও নিজের ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাদের প্রতিও যেমন, ঠিক তেমনি ব্যবহার এই বাপ-মা-মরা মেয়েটার প্রতি দেখাতে পারো না তুমি? তোমার নিজের কোনো মেয়ে যদি ঠিক ঐ রকম একটু দুষ্টুমি করে, তার ওপরেও কি তুমি এই রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখাবে?

মিনির মামীর মুখ থেকে কোনও জবাব বেরোয় না—চুপটি করে' ঘাড় হেঁট করে' বসে' থাকে।

বুড়ো আবার বলে—"আমার বিশ্বাস আছে—মেয়েটীকে আমি এনে দিতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমরা সবাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করো—মেয়েটীর সঙ্গে আর কখনো কেউ অমন খারাপ ব্যবহার করবে না।

"ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে একটু দুষ্টু ত হবেই। ছেলে মানুষের ছোটখাটো দুষ্টমীতে আনন্দই সবার পাওয়া উচিত, এতে ওদের ওপর অমন মারমুখো হবার কোনো কারণ নেই। আদর করে' কাছে ডেকে ভুল-দোষ শুধ্রে দিলে, তারা আপনা থেকেই তা শিখে নেয়। স্নেহের বাড়া ত আর কিছু নেই।

"এর বেশী আর কিছু বল্‌তে চাইনে আমি......এখন তা হ'লে আমি আমার ওস্তাদের পূজোয় বসি। তোমরা আমায় সেই ঘরটা দেখিয়ে দাও, হারিয়ে যাবার আগে যে ঘরে মেয়েটী আবদ্ধ ছিল। যতক্ষণ আমি দরজা না খুলি ততক্ষণ যেন ওদিকে কেউ না যায়!"

ঘরটা দেখিয়ে দিতেই, থলেটা তুলে নিয়ে যাদুবুড়ো রাস্তার ধারের সেই অন্ধকার ঘরটায় গিয়ে ঢোকে। ইসারায় সাথে করে' ডেকে নিয়ে যায় মিনিকে। তারপর বন্ধ করে' দেয় ভেতর থেকে ঘরের দরজা।

ওদিকে সকলের মুখ একেবারে চুণ। কারো আর কথা ফোটে না। কি হয়! কি হয়! এই আগ্রহেই সবাই যে যেখানে ছিল, চুপটি করে' বসে' থাকে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে—"ওইরে, মিনির মামা এসেছেন! মিনির মামা এসেছেন!"

তাই তো!

সত্যিই, মিনির মামাই তো এলেন! রাত্তিরে আস্‌বার কথা, আজ তবে সকালেই এলেন! ছুটী ছিল বুঝি আজ।

সঙ্গে এলেন দেখ্‌ছি মিনির কাকা,—মিনির নিজের কাকা। পশ্চিমে চাকরী করেন,—অনেকদিন পর দেশে এসেছিলেন, এলেন এখানে ভাইঝি আছে বলে'।

মিনির জন্যে এনেছেন কতো কি! পোষাক-আসাক খেলনা-খাবার! এবার তিনি মিনিকে সঙ্গে নিয়েই পশ্চিমে যাবেন বোধ করি, —এখন থেকে যে কাকার কাছেই থাকবে মিনি। সেখানকার ইংরাজী স্কুলে পড়্‌বে কিনা!

বাড়ীতে এতো লোকজন দেখে মিনির মামা তো অবাক!

রমা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বলে—"জানো বাবা, মিনিদি যে হারিয়ে গেছে, কাল থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। ওই ঘরে বন্দী করে' রেখেছিলেন কিনা মা, তাই যাদুবুড়ো ওই ঘরে ঢুকেছে মন্তর দিয়ে মিনিদিকে বার করে' দেবে বলে'। তোমরা কেউ এখন যেও না ওদিকে, বারণ।"

মিনির বিনুনী থেকে ততক্ষণে শেকড়টা খুলে নিয়েছে যাদুবুড়ো!

বাইরে মামার গলার আওয়াজ পেয়ে মিনি আর স্থির থাক্‌তে পারে না। খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। আরো সে শুন্‌তে পেয়েছে, এসেছেন তার কাকা!—ওঃ! কাকাকে মিনি কতোদিন যে দেখেনি! মিনিকে তার কাকা কতো ভালবাসেন।

মিনির ভাব দেখে মুচকি হেসে যাদুবুড়ো বলে—"আচ্ছা মিনি, এবার তুমি দরজা খুলে বেরুতে পারো।"

খুট্ করে' আওয়াজ করে' খিলটা খুলে ফেলে মিনি। তারপর ছুটে' বেরিয়ে আসে বাইরে উঠোনে। এসে দাঁড়ায় সবাইকার মাঝে।

আবার মিনিকে চোখে দেখতে পেয়ে সবাই আহ্লাদে হৈ চৈ করে' ওঠে। চীৎকার করে'—যাদুবুড়োর জয় জয়কার করে!

প্রথমেই জলভরা চোখে এগিয়ে আসেন মিনির মামী। বলেন—"আয় মা মিনি, আমার বুকে আয়!"

মিনি সব ভুলে মামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাধুমাসী এ দৃশ্য দেখে চোখে জল ধরে' রাখতে পারে না—মিনির মামীর কাছে গিয়ে বলে—"ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই তো দিদি গাঁয়ের সম্পদ—গাঁয়ের আশা-ভরসা। ওরা মানুষ হ'লে মানুষ হবে গোটা দেশ!"

মিনি মামীর কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। ওর মনে হয় মামী যেন বদলে গিয়েছে।—মিনি যখন মামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে—"মামী, আমায় ক্ষমা করো"—তখন সে দেখে মামীরও চোখ

বেয়ে নেমে আসে চোখের জল! এও কি তবে যাদুবুড়োর যাদু!

মিনি অবাক হয়ে চারিদিকে তাকায়। দেখে অনেকেরই চোখ জলে ভেজা। জলভরা চোখে ছুটে গিয়ে মামাকে জাপ্‌টে ধরে মিনি। তারপর ধরে গিয়ে কাকাকে। ওঃ! কি আনন্দ আজ তার!

শান্তি এলো, চিনু এলো এগিয়ে। মাধুমাসী তো আগেই এসেছেন। সবারই আজ মিনিকে নতুন করে' পাবার আনন্দ!

গীতু ছিল একপাশে দাঁড়িয়ে। বুড়ো যাদুকরের সব কথাগুলো শুনেছে সে। না বুঝে এতদিন ধরে' মিথ্যে মিনির সঙ্গে আড়ি করে' এসেছে মনে করে' খুবই আফশোষ হয় ওর।

কালকের সন্ধ্যায় আলো নিয়ে সেই ব্যাপারটা মেজদা বা বাড়ীর আর কেউ বিশ্বেস না কর্‌লেও, গীতু এবার বুঝতে পারে তার আসল কারণ। নাঃ, মিনির সঙ্গে আর কিছুতেই আড়ি রাখা চল্‌বে না!

ছুটে এসে মিনিকে জড়িয়ে ধরে গীতু। একটু লজ্জা লজ্জা কর্‌লেও চাপা গলায় মিনিকে বলে—"মিনি ভাই, আমাদের আড়ি কিন্তু ঘুচে গেল এবার। এখন থেকে আবার সেই আগের মতোই ভাব চল্‌বে, কেমন?"

মিনি ঘাড় নাড়ে। বল্‌লে—"হুঁ!"

সবাই তাকিয়ে দেখে, দরজা দিয়ে বাড়ী ঢোকে—ক্ষেন্তি বুড়ি। বুড়ি কেঁদে বলে—"মিনি দিদি, তোকে আমি চিন্‌তে পারিনি এতো দিন। তার শিক্ষা আমার যথেষ্ট হয়েছে কাল। আয় দিদি, আমার সঙ্গে আয় আমার বাড়ী। পেট ভরে' তোকে আচার, মোরব্বা খাওয়াব, আয়!"

নিঃশব্দে বুড়ির কাছে এগিয়ে যায় মিনি।

এবার আসে পেঁচীর মা, পেঁচীকে কোলে করে'। চোখের জল মুছে সেও—"লক্ষ্মী মিনিদি মণি, এই জরগায়ে তোমাদের

সব বাসন এখুনি মেজে' দিচ্ছি আমি। আর কখ্‌খনো তোমায় কোনো কটু কথা কইব না। এই আমার পেঁচীকে রাখ্‌ছি তোমার পায়ের তলায়। ওকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো।"

মিনির মন থেকে মুছে যায় সব গ্লানি। কোনো ক্ষোভ আর মনে থাকে না।

মিনিকে আবার ফিরে পেয়ে সবার মুখই যেন আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। মিনি তাকিয়ে দেখে খুসীতে ভরে' গেছে রামধনের মুখ। নিতাই খুড়োও প্রাণখুলে হাসিতে যোগ দিয়েছেন। একটু শুক্‌নো শুক্‌নো দেখালেও গণশাও কম খুসী হয়নি। এক পাশে বিল্টুও দাঁড়িয়ে আছে তার লণ্ঠনটি হাতে করে'। বোধ হয় এখনো বাড়ী ফের্‌বার ফুরসুৎ মেলেনি তার।

বিল্টুর বাবাও খবর পেয়ে দেখ্‌তে এসেছে এই সব।

ঘর থেকে এবার বেরিয়ে আসে যাদুবুড়ো। পিঠে তার বড় থলেটা। কুকুরগুলোও বুড়োর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বুড়োকে দেখ্‌তে পেয়ে ঝাঁপিয়ে মিনি তার কোলে গিয়ে মুখ লুকোয়।

মিনির ছোট্ট হাতখানা তুলে নিয়ে বুড়ো তার আঙুলে পরিয়ে দেয় একটা চমৎকার আংটি—জ্বল্‌জ্বলে পাথর বসানো। পরম স্নেহে বুড়ো মিনির মাথায় হাত বুলোয়, আর কেউ যাতে শুন্‌তে না পায় এমনি চাপা গলায় বলে—"মিনি, তোমার কাল রাত্তিরের সব কিছু দুষ্টুমীর খবর আমি জানি।"

মিনির মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সে বলে—"আর আমি অমন করবো না দাদু।

বুড়ো বলে—"না! না! তা আমি বলিনি। আমি চাই তোমাদের ওপর সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ তোমরা সব সময়ে এই ভাবেই নাও। কিন্তু সে ক্ষমতা যতদিন না আসে তোমাদের হাতে, ততদিন একটা যাদুর মন্তর তোমায় শিখিয়ে দিয়ে যাই। জেনো,

ও-শেকড়ের চেয়ে এই মন্তরটাই বেশী সত্যি। সেটা এই—মনে মনে ভাব্‌বে রোজই—"আজ থেকে লক্ষ্মী মেয়ে হবো আমি, সব সময় সবার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলবো, কখনো কারো মনে কষ্ট দেবো না।" আর এই আংটীটী রইল তোমার আঙুলে। ওই শেকড়ের মতো এর কোনো আশ্চর্য গুণ নেই বটে, কিন্তু এর সঙ্গে রইলো যাদুবুড়োর স্নেহের স্মৃতি। যাদুবুড়োকে মনে করে' তার এই মন্তরটী মেনে চল্‌তে চেষ্টা করো যদি, তাহ'লে দেখ্‌বে, তাতে করে' সত্যি তুমিই হবে গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে—দেশের আদরের ধন। কারো সঙ্গে কোনো বিবাদ থাকবে না, সবাই আপন ভেবে ভাল-বাস্‌বে তোমায়।

মিনি বুড়োকে জাপ্‌টে ধরে' জলভরা চোখে বলে—"তাই হবে দাদু,—কিন্তু তুমি যেতে পাবে না আমাকে একলা ফেলে।"

বুড়ো বলে—"আমাকে যেতেই হবে ভাই! তোমার মত আরও যে কত ভাই-বোন এদেশে অকারণে কষ্ট পাচ্ছে তার খবর রাখো কি? তাদের সবাইকে বাঁচাতে হবে—মুক্ত করতে হবে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে!

মিনি বলে—"বেশ তবে যাও—আবার এসো!"

যাত্নবুড়ো চলে' গেল মাঠের বাঁকা পথ ধরে'। মিনি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সেই দিকে—যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ।

তার চোখে জল টল্‌মল্‌—টল্‌মল্‌।

যাত্নবুড়ো যখন পা বাড়ালো তার চলার পথে, তখন তার চোখেও এসেছিল জল। সেটা কিন্তু কেউ দেখেনি, দেখেছি শুধু আমি।

—শেষ—